চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 14 November, 2019 ■ আগরতলা, ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ২৭ কার্ত্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাংবাদিক সুদীপ হত্যাকান্ডের তদন্তে রাজ্যে সিবিআই, গ্রেপ্তার টিএসআর এসিঃ কমান্ডেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যাকান্ডে সিবিআই দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছে। আজ ওই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ানের এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সর্বানন্দ বিশ্বাসকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। তিনি ওই হত্যাকান্ডের সময় দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন। আপাতত তাকে পশ্চিম আগরতলা থানায় রাখা হয়েছে। সূত্রের খবর, আজ রাতেই ওই হত্যাকান্ডের সাথে যুক্ত আরও কয়েকজনকে জালে তুলতে পারে সিবিআই। কারণ, তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের দশ জনের একটি টিম রাজ্যে এসেছে।

২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর আগরতলা শহরতলীর বোধজংনগর থানার অধীন আর কে নগর স্থিত টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের ক্যাম্পে নৃশংসভাবে খুন হন সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক। তাঁকে পর পর দুটি গুলি করে টিএসআর জওয়ান হত্যা করেছিলেন। কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মার নির্দেশেই তাঁকে খুন করা হয়েছিল বলে তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। ওই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে কমান্ডেন্ট তপন দেববর্মা, নায়েক সুবেদার অমিত দেববর্মা, রাইফেলম্যান নন্দ কুমার রিয়াং ও ধর্মেন্দ্র সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

সাংবাদিক হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর বিজেপি ত্রিপুরা বনধ পালন করেছে। এছাড়াও ওই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ত্রিপুরা সহ সারা দেশেই তোলপাড় হয়েছে। আগরতলায় ত্রিপুরা পুলিশের দেওয়া ফ্লোরোজিন জ্যাকেট পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন রাজ্যের সাংবাদিকরা। বিজেপি

ধৃত টিএসআর কমান্ডারকে পশ্চিম থানায় নিয়ে যায়। সিবিআই। ছবি নিজস্ব।

ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি ওই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বাসভবন ঘেরাও করেছিল। শুধু তাই নয়, অসমের সাংবাদিকরা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ওই সময়, সাংবাদিক হত্যাকান্ডে সিবিআই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল বিজেপি। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় ক্ষমতার পরিবর্তন হলে সাংবাদিক হত্যাকান্ডে সিবিআই তদন্তের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল বিজেপি।

সেই মোতাবেক ত্রিপুরায় ২০১৮ সালে ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার সাংবাদিক শান্তনু ভৌমিক ও সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের হত্যাকান্ডের তদন্তভার সিবিআইয়ের ওপর তুলে দেয়। সিবিআই ওই মামলা গ্রহণ করেছিল।

আজ সিবিআইয়ের তিনজন আধিকারিক টিএসআর এসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট সর্বানন্দ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেন। তিনি হত্যাকান্ডের সময় টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়ানে কর্মরত রয়েছেন। সূত্রের খবর, সর্বানন্দ বিশ্বাসকে পশ্চিম আগরতলা থানায় লকআপে রেখেছে সিবিআই। তবে, আগামীকাল তাকে আদালতে তোলা হবে নাকি সিবিআই নিজের হেফাজতে তাকে বর্হিরাজ্যে নিয়ে যাবে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু, ওই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত আরও কয়েকজন সিবিআই জালে উঠতে চলেছে বলে সূত্রের দাবি।

এদিকে, এই হত্যা মামলার তদন্তের জন্য পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার এসআইটি (সিট) গঠন করেছিল। সিট এর প্রধান করা হয়েছিল আইজি (আইন শৃঙ্খলা) অরিন্দম নাথ। তাঁর নেতৃত্বে সিট মামলার তদন্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তথ্য জানার অধিকারের আওতায় দেশের প্রধান বিচারপতির দফতরও

নয়াদিল্লী, ১৩ নভেম্বর।। অযোধ্যার মামলার রেশ কাটতে না কাটতেই আর এক ঐতিহাসিক রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতির দফতরকে তথ্যের অধিকার আইনের আওতার আনার আবেদনের প্রেক্ষিতে দিল্লি হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখল শীর্ষ আদালত।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, এ বার থেকে তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় আসতে চলেছে প্রধান বিচারপতির দফতরও। বিচারপতিদের মতামতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতেই এ দিন এই রায় দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তাতে বলা হয়েছে, 'প্রধান বিচারপতি সরকারি কর্তৃপক্ষের এক্তিয়ারভুক্ত। তথ্যের অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকার দুটিই একই মুদ্রার এ পিঠ-ও পিঠ' সাংবিধানিক বেঞ্চে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ছাড়াও রয়েছেন বিচারপতি এনভি রামানা, ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, দীপক গুপ্ত এবং সঞ্জীব খন্না।

গত ২০১০ সালে প্রধান বিচারপতিকে আরটিআইয়ের আওতায় আনার পক্ষে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল দিল্লি হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির দফতরকে আরটিআই আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছিল ওই আদালত। সেই সঙ্গে ৮৮ পাতার রায়ে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়, 'বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোনও বিচারপতির স্বাধিকার নয়, বরং এর দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তায়।' দিল্লি হাইকোর্টের সেই রায় এবং কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান শীর্ষ আদালতের সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় জনসংযোগ আধিকারিক। গত ৪ এপ্রিল এই মামলার রায়দান স্থগিত রেখেছিলেন প্রধান বিচারপতি।

পুলিশ হেপাজতে যুবকের মৃত্যুর বিচার বিভাগীয় তদন্ত চাইল কংগ্রেস লিগ্যাল সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। পুলিশি হেফাজতে নির্মম ও অমাণবিক নির্যাতনে ১৯ বছরের যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা জাতীয় মাণবাধিকার কমিশনকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গঠনের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগের চেয়ারম্যান অমৃত লাল সাহা বুধবার কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান।

গত ২৪ অক্টোবর গোমতী জেলার উদয়পুরের রাধাকিশোর পুর থানার লকআপে চুরির দায়ে আটক ১৯ বছরের যুবক মঙ্গল দাসকে বেধড়ক মারধর করে পুলিশ। তাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চুরের দায়ে আটক ঐ যুবককে এতটাই নির্মমভাবে মারধোর করা হয় যার ফলে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ১৯ বছরের তরতাজা যুবক মঙ্গল দাসের।

ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের প্রদেশ বিচারবিভাগ। সংগঠনের চেয়ারম্যান অমৃত লাল সাহা বুধবার আগরতলা কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘটনাকে মাণবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম নজির বলে অভিহিত করেন। বিষয়টি জাতীয় মাণবাধিকার কমিশনের অভিযোগ আকারে জানিয়েছে কংগ্রেসের বিচার বিভাগ। ই-মেইল মারফৎ জানানো অভিযোগ গ্রহণ করেছে জাতীয় মাণবাধিকার কমিশন। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। মাণবাধিকার লঙ্ঘনের যেকোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বট গাছের ডালে গামছা বেধে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। তুলনামূলক জনবহুল এলাকায় গলায় গামছা বেঁধে এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। ওই আত্মহত্যার ঘটনায় তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় চত্বরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ দুপুরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করার খবর আসে থানায়। খবর পেয়েই পুলিশ তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে একটি বট গাছে গামছা দিয়ে ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম চিনু বিশ্বাস(৫২)।ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন তিনি।

পুলিশ মৃতদেহ উদ্দার করে ময়না তদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ওই ব্যক্তি এক সময় রিকশা চালাতেন। পরবর্তী সময়ে পরিবার প্রতিপালনে তিনি চা বেচতেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জম্পুইয়ে কমলার ফলন তলানিতে উত্তর বড়মুড়ায় হচ্ছে বিকল্প বাগিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। জম্পুইয়ে কমলা উৎপাদন মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই উত্তর বড়মুড়া পাহাড়ে বিকল্প বাগিচার জন্য রাজ্য সরকার উৎসাহ দিতে প্রস্তুত। আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় জানিয়েছেন, উত্তর বড়মুড়া পাহাড়ে ৩৫৪ পরিবার কমলা উৎপাদন করছেন। তাদের মধ্যে ২০০ পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে রাজ্য সরকার। তিনি জানান, রাজ্যে প্রায় ৫০০ হেক্টর জমিতে কমলা চাষ হচ্ছে। তাঁর দাবি, কমলা চাষ খুবই লাভজনক। কারণ, প্রতিটি গাছে ২২৫ থেকে ২৩০টি কমলার ফলন হয়। স্বাভাবিকভাবেই কমলা চাষ করে প্রচুর টাকা আয় করা সম্ভব। সাথে তিনি যোগ করেন জম্পুইয়ে কমলার ফলন পুনরায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগ্রহী চাষিদের সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

এদিন তিনি জানান, ত্রিপুরার ঐতিহ্যপূর্ণ জম্পুইয়ের কমলা এখন ফলন হচ্ছে না। কারণ, কমলা গাছে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। ফলে কমলা চাষিরা এই চাষাবাদে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি জানান, জম্পুইয়ে আগের তুলনায় বনায়ন অনেকটাই কমেছে। এরই পাশাপাশি আবহাওয়ায় তারতম্য দেখা দিয়েছে। ফলে, জম্পুইয়ে কমলার ফলন এখন চাষিরা করতে চাইছেন না। এবিষয়ে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জানান, কমলা গাছে ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা দিয়েছে। ওই রোগের হাত থেকে নিস্তার পেতে প্রতিনিয়ত পরিচর্যা করা খুবই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে সিটিস্ক্যান মেশিন বিকল দুর্ভোগ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে সিটি স্ক্যান মেশিন গত কয়েকদিন ধরেই বিকল । ফলে রোগীদের চরম দুর্ভোগের সামিল হতে হচ্ছে। তাতে চিকিৎসা পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিরম্বনা ঘটছে । কেননা রোগ নির্ণয় ছাড়া জটিল টিকিৎসা সম্ভব নয়। রাজ্যের প্রদান হাসপাতাল জিবিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীরা চিকিৎসা করতে আসেন। জিবি হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে জনগণে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার সহ ১২ দফা দাবীতে আগরতলায় সমাবেশ কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। সারা ভারত কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডাকে বুধবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিড় ও সমাবেশ সংগঠিত করা হয়। বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার এবং সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখার দাবি সহ মোট ১২ দফা দাবিতে এই মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ ও কৃষক শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ এনে সোচ্চার হয়েছে কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন। বুধবার আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ কৃষিঋণ মুকুব, ফসলের লাভজনক মূল্য, রেগা ও টুয়েপে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৩৪০ টাকা মজুরি প্রদান এবং সামাজিক ভাতা ৩ হাজার টাকা করার দাবি জানান। রাজ্যে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেছে বলেও অভিযোগ এনেছেন।

নেতৃবৃন্দ রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের ডাক দিয়েছেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার মিথ্যা মামলা গ্রহণ করে তাকে নির্মমভাবে হেনস্তা করছে। এসব রাজনৈতিক প্রতিহিংসাত্মক কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। অবিলম্বে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। যতক্ষণ মামলা প্রত্যাহার না করা হবে ততক্ষণ আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে বলে তিনি হুঙ্কার দিয়েছেন। কৃষক সভা ও ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের সমাবেশকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতা কর্মীদের মধ্যে বেশ উদ্দীপনাও পরিলক্ষিত হয়েছে।

ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ জনতা নামল রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে শহরতলীর ইন্দ্রনগর কালীবাড়ি সংলগ্ন এলাকায়। কাগজপত্র চেকিংয়ের নামে বাইক ও স্কুটি চালকদের চরম হয়রানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনা বুধবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকের অভাবে ব্যহত পঠন -পাঠন স্কুলে তালা দিয়ে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। শিক্ষকের অভাবে ব্যহত হচ্ছে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। বুধবার এই অভিযোগের ভিত্তিতে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া সড়ক অবরোধ ও বিদ্যালয়ে তালা ঝোলাল ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনা খোয়াই মহকুমার চেবরী দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। উল্লেখ্য বিদ্যালয়ে রয়েছে মাত্র দুই জন বিজ্ঞান শিক্ষক। এর মধ্যে এক শিক্ষক ছয় মাসের ছুটিতে রয়েছেন।

অপর শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকা সত্ত্বেও উনাকে প্রায়ই ডেপুটেশনে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়া দুই বৎসর পূর্বে এই বিদ্যালয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে চালু হয় বিজ্ঞান বিভাগ। বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হলেও নেই কোন পারিকাঠামো। তার উপর রয়েছে শিক্ষকের অভাব।

সব মিলিয়ে নিরুপায় হয়ে বুধবার ছাত্র-ছাত্রীরা আন্দোলনে মাছে নামল। বিদ্যালয়ে তালা ঝুলানো এবং পথ অবরোধ কোন কিছুর খান্তি ছিল না। ছাত্রছাত্রীদের এই আন্দোলন চলে বেলা ৪ টা পর্যন্ত। শেষে ডিস্ট্রিক অ্যাডুকেশন অফিসার সমরেন্দ্র নাথ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আন্দোলনকারীদের আশ্বস্ত করার পর তার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে। তাতে পঠন পাঠন মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। তাছাড়া এডহক শিক্ষকদেরও দায়সারা ভাবে দায়িত্ব পালনের অভিযোগ উঠেছে।

প্রণয়ের জেরে প্রাণকান্ত খুন, প্রেমিকার বাবাসহ পুলিশের জালে তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৩ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকায় সোমবার উদ্ধারকৃত প্রাণকান্ত দাস (২৫)-এর মৃত্যুর রহস্য ভেদ করেছে পুলিশ। প্রাণকান্তকে খুন করা হয়েছে বলে নিহতের বোনের এজাহারের ভিত্তিতে তিন খুনিকে গ্রেফতার করেছে কদমতলা থানার পুলিশ।

প্রথমাবস্থায় অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মৃতদেহের পরিচয় নিয়ে ধন্দে পড়েছিল পুলিশ। পরবর্তীতে তাঁকে শনাক্ত করেন তাঁর বোনেরা। এদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে তিন অভিযুক্ত নিবোদ তাঁতি (৪৬), বিজন তাঁতি (৩৮) এবং গোবিন্দ তাঁতি (৩৩)-কে আজ বুধবার সকালে ব্রজেন্দ্রনগরে তাদের নিজের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছেন ধর্মনগরের এসডিপিও রাজীব সূত্রধর এবং কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। ধৃত তিন অভিযুক্তকে আজ ধর্মনগরের বিচারবিভাগীয় আদালতে তুলে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার সকালে ত্রিপুরার উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন বজেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্য বজেন্দ্রনগর এলাকার গভীর জঙ্গলে গরু চরাতে গিয়ে এক ব্যক্তি একটি পাহাড়ি ছড়ায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় মৃতদেহটি দেখেন। খবর পেয়ে দলবল নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত হন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজীব সূত্রধর ও কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার। তাঁরা পচাগলা বিবস্ত্র অজ্ঞাতপরিচয়ের মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যান।

খবর পেয়ে পরেরদিন মঙ্গলবার সকালে কদমতলা থানায় ছুটে আসেন মৃত যুবকের বড় বোন অর্চনা দাস ও তার আত্মীয় পরিজনরা। তার পর তাঁরা কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে মহিলাদের সচেতন করে তুলতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। ড্রাগসের নেশা এইডস ছড়ানোর অন্যতম মাধ্যম। তাই ড্রাগসব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সে-ক্ষেত্রে মহিলাদের সচেতন করতে হবে। বুধবার ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সাধারণ সভায় এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজ ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির ১৭তম সাধারণসভা মহাকরণের ২ নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির চেয়ারম্যান তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির বিভিন্ন কাজের অগ্রগতির বিষয়ে পর্যালোচনা করেন এবং রাজ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সোসাইটি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নেওয়াই এইডস আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এক্ষেত্রে যারা ড্রাগস ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ তাদের মাধ্যমেই নেশা জাতীয় ড্রাগস রাজ্যের যুবক-যুবতীদের মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছে, উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন তিনি। তাঁর মতে, ড্রাগস ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এ-ক্ষেত্রে মহিলাদের আরও বেশি করে সচেতন করে তুলতে হবে।

ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির ১৭তম সাধারণসভা মহাকরণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমী অমিত শাহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ড্রাগমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের রাজ্যকেও ড্রাগমুক্ত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পূর্ণ সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, ত্রিপুরায় ড্রাগ পাচার রোধ করতে কেন্দ্রীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরাকে ড্রাগমুক্ত করা একা পুলিশের পক্ষে সম্ভব নয়। সমাজের সকলকেই একাজে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সাফল্য আসবে।

সভায় স্টেট এইডস কন্টোল সোসাইটির সহকারী প্রকল্প অধিকর্তা ডা. সঞ্জয় রুদ্রপাল জানান, এইডস রোগকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি রাজ্যেই ১টি করে স্টেট এইডস কন্টোল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৩৭ ◘ ১৪ নভেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২৭ কার্ত্তিক ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বিপজ্জনক খেলা

প্রবল প্রতাপে উঠিয়া আসা উপজাতি ভিত্তিক দল আইপিএফটি নিজেদের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিতে পৃথক রাজ্যের দাবীতে অনড় থাকিতেছে। এই দাবীতে রাজ্যের কয়েকটি এলাকায় মিছিল সভাও চালাইতেছে। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি দিল্লী যন্তর মন্তরে পৃথক রাজ্যের দাবীতে ধর্ণা কর্মসূচীও পালন করিবে দল। এই উপজাতি ভিত্তিক দল বিজেপির সঙ্গে সরকারে আছে ঠিকই, কিন্তু মধুচন্দ্রিমা কোনও দিন ছিল না, আজও ন্যূনতম আছে বলিবার সুযোগ নাই। বিজেপি স্পষ্ট ঘোষণা দিয়াছে পৃথক রাজ্যের দাবী তাহারা মানে না। গত লোকসভা নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়া বিজেপির প্রভারী সুনীল দেওধর স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন পৃথক রাজ্যের দাবী করিলে তাহারা সরকার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ক্ষমতা দখলের অভিলাষে পৃথক রাজ্যের দাবীদার আইপিএফটির সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করিয়াছিল। কিন্তু, তখন বিজেপির লক্ষ্য উপজাতি সংরক্ষিত আসনে থাবা বসানো। বিজেপি একক ভাবে সরকার গড়িবার মতো আসন পাইয়া যাওয়ায় আইপিএফটির কদর কমিয়াছে। কারণ, জোট হইলেও সরকার বাঁচাইতে আইপিএফটির সাহায্য না হইলে চলিবে। এই পরিস্থিতিতে আইপিএফটি প্রথম দিকে বিপ্লবী মেজাজ দেখাইলেও তাহা ক্রমেই ঠান্ডা হইতে থাকে। এই উপজাতি ভিত্তিক দলের নেতারা ভালই জানেন যে, ত্রিপুরায় পৃথক রাজ্য অসম্ভব। এরাজ্যের সত্তর ভাগেরও বেশী এলাাকা এডিসির অন্তর্ভুক্ত। বামফ্রন্ট সরকার জানিয়া বুঝিয়া এই সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহারা সেদিন উপজাতি দরদে এমন ডগমগ হইয়াছিলেন যে, কে করিবে কার আগে প্রাণ দান অবস্থা। সেই আশীর দশকে রাজ্যে উগ্রপন্থীদের দাপটে গোটা রাজ্য কম্পমান। সিপিএমের বর্ষিয়ান নেতা তৎকালীন ডাকসাইটে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বলিয়াছিলেন 'আমি যদি উপজাতি হইতাম তাহা হইলে উগ্রপন্থী হইতাম'। উগ্রপন্থীদের উস্কাইয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁহার জুড়ি নাই। এরাজ্যের বাম আমলে রক্তের প্লাবন বহিয়াছিল। গোটা রাজ্য ছিল উপদ্রুত। অপহরণ, হামলা, গৃহদাহ ইত্যাদি ঘটনা গোটা রাজ্য উগ্রপন্থীদের দয়ার উপর চলিয়া গিয়াছিল। গ্রাম পাহাড়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। উন্নয়ন কাজ বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে কেন্দ্রের রাজীব গান্ধীর সরকার রাজ্যে উপদ্রুত আইন দলবৎ করিয়া সেনা বাহিনীর হাতে তুলিয়া দেয়। টিএনভি আত্মসমর্পণ করে। টিএনভি চুক্তি হয়।

এই ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি দরদে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কত উপজাতি ভিত্তিক দলের জন্ম হইয়াছে তাহার হিসাব রাখাও কঠিন। এখনও উপজাতি দলগুলি এক ছাতার নীচে আসিতে পারে নাই। আইপিএফটি পৃথক রাজ্যের দাবী তুলিয়া রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে উপজাতি যুবকদের টানিতে পারিয়াছে। কিন্তু, এই দাবী যে অবাস্তব তাহা কি বুঝিতে বাকি আছে? আসলে এরাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষও বিভ্রান্ত। কোন্ দল তাহাদের মুক্তির কথা ভাবে তাহা নিয়াই এখন চলিতেছে টানাপোড়েন। উপজাতি দলগুলির নেতারা হয়ত ভুলিয়া যাইতেছেন যে, উপজাতি অংশের মানুষও ধীরে ধীরে সমাজের মূল স্রোতে হাটিতেছে। তাহারা এখন বুঝিতে পারে। এই পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াইয়া আইপিএফটি যদি উপজাতিদের সঙ্গে প্রতারণার আশ্রয় নেয় তাহা হইলে ইহার পরণতি হইতে পারে মারাত্মক। ত্রিপুরায় এডিসির নির্বাচনের দিনও আগাইয়া আসিতেছে। রাজ্যের সব দলই এই লক্ষ্যে কাজে হয়তো নামিয়াছে। কংগ্রেসও যেন জাগিয়া উঠিতেছে। রাজ্যে প্রায় অভিভাবকহীন কংগ্রেস। মহারাষ্ট ও হরিয়ানার ভোট ফলে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মরাগাঙে প্রাণ সঞ্চার হইবার কথা। হাইকমান্ড যেমন এখন চলৎশক্তিহীন সেই অবস্থায় রাজ্যে কংগ্রেস জাগিয়া উঠিতেছে কিভাবে? ইহা স্পষ্ট যে, বিজেপির বিরুদ্ধে তলে তলে ক্ষোভ বাড়িতেছে তাহারই ইঙ্গিত এইসব রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় কংগ্রেস তেমন কোনও প্রচারই করে নাই। ভোটাররা বিকল্প চহিতেছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে পৃথক রাজ্যের দাবী তুলিয়াও ভোট চাইতে পারে। আসলে, নির্বাচনে উপজাতিরা হইতেছে রাজ্যে জয় পরাজয়ের নির্ণায়ক শক্তি। উপজাতি এলাকায় বিজেপি তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় রাজনৈতিক নতুন কৌশল নিশ্চয় দল নিতে চাহিবে। ত্রিপুরা উপজাতি রাজনীতির নামে জঘণ্য খেলা হইয়াছে। উগ্রপন্থীদের মদত দিয়া ক্ষমতার সিংহাসন দখলের ইতিহাসও তো আছে। উপজাতিদের নিয়া এডিসির ছড়ি ঘুরাইয়া এ রাজ্যে কর্দমাক্ত রাজনীতি হইয়াছে। আজ আইপিএফটি যদি পৃথক রাজ্যের শ্লোগান তুলিয়া ভোট টানিতে পারে সেখানে অন্য দলগুলি কি করিবে? ত্রিপুরার দুর্ভাগ্য এইখানেই যে, পাহাড়ী বাঙালী কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সম্প্রীতির ইতিহাস রচনা করিতে পারে নাই। সামান্য স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করিবার মতো অবস্থা। ত্রিপুরায় উপজাতিদের উস্কানীদাতাদের মধ্যে অন্যতম সিপিএম দল। ইহা ইতিহাস সত্যি। আর সিপিএম জমানাতেই আশী সালে ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গার আগুনে জ্বলিয়াছে ত্রিপুরা। পৃথক রাজ্যের দাবী তো আসলে বিচ্ছিন্নতাবাদী দাবী। স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী যাহারা তুলিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যকে তছনছ করিয়াছিলেন তাহারা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁয় নিয়াছেন। পৃথক রাজ্যের দাবীদাররা রাজনীতির স্বার্থে ভয়ংকর পথেই হাটিতেছে। দিল্লীর যন্তর মন্তরও তাহাদের রাজনৈতিক লাভ দিতে পারিবে না।

নিজেদের দায়ের করা পিটিশনে শীঘ্র শুনানির আবেদন করবে না শিবসেনা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা পিটিশনে শীঘ্র শুনানির দাবি করবে না শিবসেনা।

শিবসেনার দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন ইতিমধ্যেই জারি হয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রে। ফলে সুপারিশের বিরুদ্ধে করা পিটিশনে উল্লেখ করার কোনও মানে হয় না। রাষ্ট্রপতি শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে নতুন কোনও পিটিশন দায়ের করা হবে কিনা সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

নিজেদের দায়ের করা পিটিশনে রাজ্যপাল যে তাদের সরকার গড়ার পর্যাপ্ত সময় দেয়নি, তারও উল্লেখ পিটিশনে করা হয়েছে শিবসেনার তরফে। উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার রাতে শিবসেনার তরফে রাজ্যপালের কাছে এনসিপি এবং কংগ্রেসের সমর্থন জন্য তিনদিন সময় চেয়েছিল। কিন্তু সেই সময় দিতে অস্বীকার করেছিলেন রাজ্যপাল। শিবসেনা নিজেদের দায়ের করা পিটিশনে কংগ্রেস এবং এনসিপি-কে পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করেছে। পিটিশনে আরও দাবি করা হয়েছে রাজ্যপাল রাজনৈতিক দলগুলিকে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণের জন্য কোনও সুযোগই দেয়নি। বিজেপির ইশারায় কাজ করে চলেছেন রাজ্যপাল। বিজেপিকে ৪৮ ঘন্টা সময় দেওয়া হলেও। শিবসেনাকে ২৪ঘন্টাও সময় দেওয়া হয়নি। ২৮৮ আসন বিশিষ্ট মহারাষ্ট্র বিধানসভায় শিবসেনা ৫৬, এনসিপি ৫৪, কংগ্রেসের কাছে ৪৪টি আসন রয়েছে। সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য দরকার ১৪৫টি আসন।

অটলবিরাহী যা পারেননি নরেন্দ্র মোদি পারলেন

সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়

এক জীবনে এত প্রাপ্তি। তাও সেই জীবন এখনও চলমান। নবতিপর লালকৃষ্ণ আদবানির বিস্ময় অন্তহীন হতেই পারে। অভূতপূর্ব ও অবিশ্বাস্য এই সাফল্যের স্বপ্ন তিনিও যে দেখেছিলেন।

আদবানি যা পারেননি, তাঁরই শিষ্যপ্রতিম নরেন্দ্র মোদি তা অর্ধেক অসমাপ্ত জীবনে করে ফেললেন। হিসাবটা এই মুহূর্তে তিনের মধ্যে দুই। চরৈবেতির সমাপ্তি ঘোষণার আগে তাঁর বিজয়পথ কোথাও গিয়ে থামবে, কে জানে। চোখ ও স্নায়ু সবারই আপাতত টানটান।

সাংবাদিকতা করতে দিল্লি এসে বুঝেছিলাম, আমরা যাঁকে 'নেতাজি' ডাকি, উত্তর ভারতে এক ও অকৃত্রিম 'নেতাজি' তিনি নন। রাইসিনা হিলসের এই তল্লাটে 'নেতাজি' হলেন ছোট বড় দলের নেতারা। ধাক্কাটা সামলাতে খানিক সময় লেগেছিল। একটু ধাতস্থ হলে বোধগম্য করার চেষ্টা করতাম, বিজেপির নেতাজিরা, মানে অটলবিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলি মনোহর যোশী, জনা কৃষ্ণমূর্তি, সুন্দরলাল পাটয়া কিংবা সংঘ অন্তপ্রাণ গোবিন্দচারিয়াদের রাজনীতিটা কেন অন্য দলগুলোর চেয়ে আলাদা। আদবানি বোঝাতেন, কেন তাঁদের দলকে 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স' বলা হয়। উনি বলতেন, আমাদের দল 'পরিবার নির্ভর' নয়। আমাদের নির্দিষ্ট কয়েকটা নীতি ও লক্ষ্য রয়েছে। যতই ঝড়ঝাপটা আসুক, আমরা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হই না। নীতির সঙ্গে সমঝোতা করি, না কেনও দিন করবও না। তিনি বলতেন, একটা যুদ্ধ বা সংগ্রামের অনেকগুলো ছোট ছোট অধ্যায় থাকে। মূল সংগ্রামের আগেপিছে অনেক কৌশল অপেক্ষায় থাকে। কখনও একপা দু-'পা পিছোতে হয় কয়েক কদম এগনোর স্বার্থে। মূল লক্ষ্য কিন্তু অটল থাকে। আমাদের সেই লক্ষ্যগুলো হল সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ ঘটিয়ে জম্মু কাশ্মীরকে গোটা দেশের সঙ্গে একাসনে বসানো, অযোধ্যায় রাম জন্মভূমিকে মুক্ত করা এবং দেশের সব মানুষের জন্য এক ও অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রচলন আদবানি গম্ভীরভাবে বলতেন, হিন্দুত্ব মানে ঈশ্বর দেবতার আরাধনা নয়, হিন্দুত্ব হল ভারতীয় জীবনধারার প্রতিফল। ইংরেজিতে বলা যায় 'হট ইজ আ ওয়ে অফ লাইফ'।

মুসলমানরা নমাজ পড়ে ফেজ লাগিয়েও সেই 'হিন্দুত্ব'-র অংশীদার হতে পারেন। হিন্দুত্ব একটা বোধ। নিছত ধর্ম নয়। এই বোধ অনুধাবন করা সহজ নয়।

বাজপেয়ী আদবানিরা জন্মাবিধ যা করতে চেয়েও পেরে ওঠেননি, কত সহজে নরেন্দ্র মোদি তা করে ফেললেন, সে কথাই ক'দিন ধরে ভাবছি। সেই ভাবনার মাঝেই ভেসে উঠছে নবনিতার আদবানির মুখ। যাকে সমীহ করে 'লৌহপুরুষ' ডাকা হত, মোদির তুলনায় তাঁকে যে এমন 'ভঙ্গুর' লাগবে ভাবা যায়নি। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সময়ও চরিত্র কীভাবে বদলে বদলে যায়। ইতিহাস কারও প্রতি কখনও কত সদয়, কখনও কত নির্দয়।

ঢেউয়ের মতো আসছে আরও কত স্মৃতি। দিল্লি আসার দু'বছরের মধ্যে প্রথম অযোদ্যা ছোটা। দেশজুড়ে সে কী প্রবল আলোড়ন রাম মন্দিরের তালা খুলে গিয়েছে। অযোধ্যা গিয়ে সেই কাহিনী শুনে বিস্ময়ের ঘোর যেন কাটে না। রাতারাতি তিনি পাণ্ডেজি নাম রাজ্যের ঘরে ঘরে জাঁকিয়ে বসেছে। ফৈজাবাদের জেলা জজ কৃষ্ণমোহন পাণ্ডের এজলাসে মামলা ঠোকেন জেলা আদালতের ইকিল উমেশচাঁদ পাণ্ডে। এক পাণ্ডের এজলাসে আর এক পাণ্ডের মামলা। জেলা জজ আদালতে ডেকে পাঠালেন জেলাশাসক ইন্দুকুমার পাণ্ডে ও পুলিশ সুপার কর্মবীর সিং-কে। এজলাসে বিচারক পাণ্ডে জেলাশাসক পাণ্ডের কাছে জানতে চাইলেন তাঁর মতামত। তালা খোলা যাবে কি না। জেলাশাসক রাজি। কিন্তু কী অভিমত পুলিশ সুপারের? এজলাসে দু'জনের মধ্যে কথোপকথন ততদিনে রাজ্যের আনাচকানাচে ছড়িয়ে গিয়েছে। জেলা জজ জানতে চেয়েছিলেন, রামলালার মন্দিরে তালা কেন? পুলিশ সুপার উত্তর দিয়েছিলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে সেটা বহু আগে করা হয়েছিল। জেল াজজের প্রশ্ন, পুলিশকর্তা হিসাবে আপনি কি মনে করেন আপনার ক্ষমতা ও দক্ষতা ওই তালার উপর নির্ভরশীল? আপনি কি এতটাই অযোগ্য? পুলিশ সুপার বুক চিতিয়ে টানটান হয়ে দাঁড়ান। বলেন, মোটেই নয়। আমার বাহিনী আছে। তারা দক্ষ। জেলা জজ হুকুম দিলেন, তাহলে তালা খুলে দিন। তিনি পাণ্ডেজিও এক ঠাকুরের সাহচর্যে রামলালার নিত্য-পূজার্চনার বন্দোবস্ত পাকাপাকি হয়ে গেল। সেদিনটা ছিল ১৯৮৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। তালার চাবি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তালা ভাঙতে হয়েছিল। অযোধ্যা সেদিন মুখরিত হয়েছিল অকাল দীপাবলির আলো শঙ্খও উলুধ্বনিতে। মন্দির মসজিদ বিতর্কে সেটা ছিল এক বড় মাইল ফলক। সেই থেকে একেকবার এক এখটা ঘটনা ঘটেছে, বিজেপি নেতারা আশায় বুক বেঁধে বলেছেন, লক্ষ্যপূরণের আরও এখটা ধাপ এগনো গেল। এবারমোদি জমানায় সব বাধা দূর করে দিলেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট। কাকতালীয়? কে জানে। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে ঢুকে পড়লেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্য চার বিচারপতিও। আদালতের বদান্যতায় প্রধান তিন লক্ষ্যের মধ্যে অতঃপর দু'টি পাওয়া হয়ে গেল বিজেপি। সৌজন্যে অবশ্যই নরেন্দ্র মোদির ভাগ্য। অথবা তাঁর কর্মফল। তাঁর পাগড়ির সবচেয়ে রঙিন ও ঝলমলে দুই পালক ৩৭০ অনুচ্ছেদ ও অযোদ্যা। এক জীবনে ('জীবন' মানে প্রধানমন্ত্রিত্ব) এত প্রাপ্তি। তবে তো তাঁর মাথা বাজপেয়ীর চেয়েও উঁচু? বাজপেয়ী তিন তিনিবার প্রধানমন্ত্রী হয়েও যা পারেননি, মোদি পরপর দু'বার একার জোরে ক্ষমতা দখল করে, আসমুদ্র হিমাচল দলের বিস্তৃতি ঘটিয়ে, দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুকেই তিন স্বপ্নের দু'টি সাকর করে ফেললেন। বাকি থাকল শুধু অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। সেই লক্ষ্যেরও একটা ধাপ তিনি অবলীলায় পেরিয়ে গিয়েছেন 'তাৎক্ষণিক তিন তালাক নিষিদ্ধ আইন' পাস করিয়ে। বাকিটা স্রেফ সময়ের প্রতীক্ষা।

ফাউ চাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার। ফাউয়ের সেই স্বাদও কি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদীরা পাননি? এই জীবনে মোদি তো তা-ও পাইয়ে দিয়েছেন। এনআরসি। ১৯৫২ সালের পর যার চর্চা কখনও হয়নি, মোদির আমালে (কী আশ্চর্য, সেখানেও জড়িয়ে রয়েছেন রঞ্জন গগৈ।) আজ সেই শব্দের জেরে দেশের ঘরে ঘরে বিনিদ্র রাত অতিবাহিত হচ্ছে। এক জীবনে এও কি কম সাফল্য? আরও একটা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতিও তিনি শুনিয়ে রেখেছেন। পড়শি দেশগুলোর 'অত্যাচারিত অমুসলিম'দের ভারতীয় নাগরিক করে তোলা। তাঁর দলও আরএসএসের কাছে এ এক পবিত্র অঙ্গাকীর। তাঁরা বলেছেন, পৃথিবীর সব হিন্দুর শেষও সেরা আশ্রয়স্থল একমাত্র ভারত। মোদির বিজয়রথের চাকা, যেভাবে গড়গড় গড়াচ্ছে, প্রায় প্রতিরোধহীন, কে বলতে পারে ২০২৪ পেরনোর আগেই ষোলোকলা পূর্ণ হবে না?

সুপ্রিম কোর্ট মসজিদ ধ্বংসের ফৌজদারি মামলা ছোঁয়ানি। ধ্বংসের চেয়ে গড়ে তোলাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন। শাস্তির আশঙ্কায় আদবানিদের তাই বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে না। অবশ্য আদৌ কারও শাস্তি হবে কি না সন্দেহ। কেননা, সুপ্রিম কোর্টের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি তো ননই, অন্য কেউ তাঁর অবসরের আগে ওই মামলার নিষ্পত্তি করে যাবেন বলে ধনুকভাঙা পণ করেছেন শোনা যায়নি। মোদি জমানায় তেমন ইঙ্গিত আসবেও কি? আইড় ও আইনের হাত এখনও কী প্রবল হেঁয়ালিতে ঢাকা।

কত ভাবনাই না ঘুরঘুর করছে। ইতিহাসের চেয়ে বিশ্বাস বড় প্রতিপন্ন হলে আরও কী কী হতে পারে, সেই ভাবনায় ডুব মারছি। পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ, ইংরেজিতে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' (এএসআই) নামে যা পরিচিত, তাদের প্রমাণকে মহামান্য আদালত সবচেয়ে বেশি নম্বর দিয়েছে। সেই প্রমাণ, যা বলেছে, যে কাঠামোর উপর বাবরি মসজিদ নির্মিত, সেখানে অমুসলিম স্থাপত্যের সন্ধান মিলেছে। অতএব.........বিজেপির নির্বাচনী ইস্তাহারে ৩৭০ অযোধ্যা ও অভিয় দেওয়ানি বিধি লিপিবদ্ধ। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অর্থ এই নয় যে, কাশীর বাবা বিশ্বনাথ ও মথুরার শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্তান এইভাবে অনন্তকাল নির্জীব ও ঝিমিয়ে থাকবে। হিন্দুদের এই দুই অতি পবিত্র তীর্থে 'অনুপ্রবেশজনিত অবরোধ' ঘোচানোর 'হিন্দুত্ববাদী সংকল্প' সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পর যে মাথাচাড়া দেবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়? খোঁড়াখুঁড়ি করলে ওই দুই মন্দির লাগোয়া মসজিদেও 'অমুসলিম' কাঠামোর খোঁজ এএসআই পেতেই পারে। অযোধ্যা রায় সেই অর্থে এক মহা হাতিয়ার হয়ে ঝকঝক করছে।

'হিন্দু হিন্দু হিন্দুস্থান'-এর স্লোগান এরপর অধরা থাকবে সেটাই বরং পরমাশ্চর্যের হবে। সুপ্রিম কোর্ট যে সুযোগ করে দিয়েছে, তার পর 'হিন্দুরাষ্ট্র' গঠনের স্বপ্ন দেখাটা অপরাধ হতে পারে না। রাজনৈতিক পরিক্রমা শে, করার আগে নরেন্দ্র মোদির ভাবনায় তা না এলে সেটাও মহাবিস্ময় হবে বইকি। আপাতত সেই ভাবনা পাশে ঠেলে প্রধানমন্ত্রী তৃপ্ত হতেই পারেন। কেননা তাঁর কাছে অধরা বলতে দলীয় অঙ্গীকারের মধ্যে বাকি রইল মাত্র একটাই। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

জীবনের বাহিরে কোন্ আকাশ দেখতে পাই

অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

মানুষ একসঙ্গে কেন থাকে? কেন ঘর বসায় দু'দাণ্ডের নিরিবিলিতে? গোপন সেই নতুন দেশে কী কী খুঁজতে চায় দু'জন? কবে শিশু ভোলানাথ হাম হাম গুড়ি গুড়ি বেয়ে তরতরে দাঁড়াতে শিখবে, সেই দৃশ্য দেখবে বলে? দু'জন থেকে তিনজন হওয়াই মূল অভিলাষ? এতই সহজ ব্যাকরণ? এত সরল সুদকষা? তাহলে তো প্রতি পরিবারের সদরে বড় বড়

> মন আসলে শুধু সন্তান না, অন্য কিছু খোঁজারও তালে থাকে। কী সেই বস্তু যা সন্তানদলের চেয়েও বড়? অমরাবতীর চেয়েও অমর? দেবতার চেয়েও সুন্দর? হয়তো ভিনগ্রহের কোনও আলো। আচমকা যা মুখে এসে পড়লে, এই জীবনের বাইরের কোনও আকাশ দেখতে পাই আমরা। নরম মানুষের প্রথম সন্তান তার ভালবাসা। সেই ঐশ্বর্যে বড়লোক যারা, তাদের জীবন এমনিই পরিপূর্ণ।

অক্ষরে লিখে রাখা উচিত ছিল। 'কিশলয় ফ্যাক্টরি---আমাদের কোনও শাখা নেই'। সম্পর্ক নিয়ে আমাদের কোনও উচ্চাশাও নেই? নেই ভালবাসা, নেই মায়া, নেই অভিমানের কোনও গান? শুধু একটা বাচ্চা করব বলে যুগল'স মিষ্টান্ন ভাণ্ডার? জীবনের থেকে অতটুকুই প্রত্যাশা বুঝি?

খবরের কাগজ খুললে লক্ষ লক্ষ বিবাহ অভিযান। ম্যারেজ মল-এর অতিকায় প্রাসাদ, উচ্চতার সঙ্গে মানানসই আয় কি না, গায়ের রংয়ের সঙ্গে গোত্র পাল্টিঘর কি না--- আদিম ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী মেলা। ক্যাশমেমো নিয়ে বিয়ে, সোনার চোপর মাথায় দিয়ে। যুযুধান ও শঙ্কিত দুই পক্ষ, প্রতিশ্রুতি কী দেওয়া হয়েছিল, আর কী রক্ষা হল---এংন বেসাতিরওপর বসানো হল নতুন বাসরঘর। এমন জোটবন্ধন নিয়ে কথা বলার মানে হয় কি আদৌ? এমনিই তো মনে হয় আগামী কুড়ি বছরের মধ্যে 'বিয়ে' নামক বিপণিকেই ভাঙার জন্য এগিয়ে আসছে হামলাকারীর দল, ফেলে সামাজিক বন্ধনের বাইরে এসে কথা বলি। খোলা আকাশের নীচে দাঁনিয়ে কথা বলি। দেখি, নিজের গরজে কারা 'একলা' থেকে 'দাকলা' হচ্ছে? দেখি কারা ভালবেসে নৌকার কোঁজ করছে নিউ মার্কেটে? আমি এই মানুষগুলোকে চিনতে চাই তাদের কাছে, কোন স্বপ্নসম্ভবনা নিয়ে তারা হাত ধরেছে একে অপরের? কী চায় তারা? সন্তান, না, সান্নিধ্য? যারা ভালবাসে, তারা ঘেঁষে ঘেঁষে থাকে। একজন আরএকজনের কাছে কাছে থাকে। এই কাছে থাকাটাই চাওয়া, এটার জন্যই দরকার পড়লে বাধ্যবিবাহ। যেদিন অন্য উপায় হবে,সেদিন অন্য কোনওভাবে মানুষ মানুষী একসঙ্গে থাকবে। কিন্তু পাশে থাকবে। জড়িয়ে থাকবে। গঁদের আঠার মতো জুড়ে থাকবে। সমাজ সংসার সব্বোনাশ চুলোয় যাক যারা ভালবাসতে জানে, তারা ঠিক ঠিক অভিসারে পারের কাছে ফিসফিস ডাকবে। এই আঠার টানটিকেও এখন বিজ্ঞান টানছে। কতটা হারমোনি, কতটা হরমোন, তা দিয়ে যুক্তি শানাচ্ছে। তা শানাক। কিন্তু ভালবাসার মাপ বেঁধে দিচ্ছে না। সরকারথেকে বলছে না, ৬৫ ডেসিবেলের ওপরে ভালবাসতে পারবে না কাউকে। শব্দবাজির মতো এখনও নিষিদ্ধ নয় তোমার আদরনাম-এর ডাক। ডাকতে পারি, ফিসফিস কিংবা জোরে, ইচ্ছে হলে এখনও তাহচিঠি লিখতে পারে বিনিগ্ররজনী। রাত্তির তিন প্রহরে ধুম অন্ধকার নিশুত পাড়ায় হয়তো একটি জানলাতেই আলো দেখা যায়, ভেসে আসে গীতা দত্তর গান। এই আয়োজন বা অপ্রয়োজনটুকুর মধ্যে বালবাসার গোপন বোঝাপড়া আছে। প্রতিটি দাম্পত্য পৃথক, তাদের চলাচল, অবুঝপনা ও বায়নাবাজিতে। একই মানুষ আলাদা আলাদা সম্পর্কে হয়তো অচেনা অন্য লোক। আসলে তো সম্পর্কগুলো আবিষ্কার করি আমরা। একসঙ্গে থাকলে কী হত। সন্তান চলে আসার আগের জীবন, আর তারপরের জীবন---কোনও মিলই কি আছে নাকি? সন্তান আসার পরের জীবন সাঁজোয়া যোদ্ধার, যেনতেন প্রকারেণ রক্ষা করতে হবে তাকে। প্রায়োরিটি তালিকায় তখন শুধুই সন্তান, তাকে ঘিরি ফিলিমের দ্বিতীয়ার্ধ। কিন্তু প্রথমার্ধে শেষ হওয়া সিনেমাও সিনেমা। মন আসলে শুধু সন্তান না, অন্য কিছু খোঁজারও তালে থাকে। কী সেই বস্তু যা সন্তানদলের চেয়েও বড়? অমরাবতীর চেয়েও অমর? দেবতার চেয়েও সুন্দর? হয়তো ভিনগ্রহের কোনও আলো। আচমকা যা মুখে এসে পড়লে, এই জীবনের বাইরের কোনও আকাশ দেখতে পাই আমরা। নরম মানুষের প্রথম সন্তান তার ভালবাসা। সেই ঐশ্বর্যে বড়লোক যারা, তাদের জীবন

এমনিই পরিপূর্ণ। ভালবাসার জন্ম হোক। আদরের জন্ম হোক। তারাই আমাদের প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান। যেখানে যেখানে সে আলো জ্বলে না, সেই ভাগ্যহীন নিঃসন্তানদের জন্য রাখি অন্ধকারের করুণা।

(সৌজন্যে-প্রতিনিধি)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য দায়ী জিয়াউর রহমান : শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বুধবার জাতীয় সংসদে রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টির জন্য সাবেক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমানকে অভিযুক্ত করেছেন।তিনি বলেছেন,রোহিঙ্গা সমস্যা সৃষ্টির পেছনে জিয়াউর রহমানের হাত রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নাই। প্রধানমন্ত্রী বুধবার একাদশ জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনে তাঁর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তরিকত ফেডারেশনের সংসদ সদস্য নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীর এক সম্পূরক প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেন।

ড় শিরীন শারমীন চৌধুরী এ সময় স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,একটা বিষয় যদি আপনারা লক্ষ্য করেন ’৭৫ এ জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর বাংলাদেশে যে হত্যা, ক্যু এবং ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু হয় এবং এর পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যাটাও সৃষ্টি হয় ’৭৬-’৭৭ সালে। আর ’৭৮ সালে এই রোহিঙ্গা সমস্যা শুরু হয়।

এটাই বাস্তবতা।বর্তমান সরকার যেকোন সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমরা এ ধরনের উদ্যোগও নিয়েছি।যারা এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে শেখ হাসিনা বলেন,আমি একটা কথা স্পষ্টভাবে বলতে চাই- বাংলাদেশের মাটি থেকে প্রতিবেশি কোন দেশে কেউ কোন রকমের দেশ বিরোধী বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালানোর সুযোগ দেয়া হবেনা। কোন সন্ত্রাসীর স্থান বাংলার মাটিতে হবে না, এটা আমরা নিশ্চিত করেছি।

তিনি বলেন,কিছু বিষয় আছে যা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিকে আমরা কোন সন্ত্রাসী কাজে ব্যবহার করতে দেব না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীত সরকারগুলো যা করেছিল, এদেরকে আমরা এদেশ থেকে বিতাড়িত করেছি এবং বাংলাদেশ সবসময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়-এই নীতিতেই আমরা বিশ্বাস করি।

সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান সরকারের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ভারত এবং চীনের ভূমিকা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন,রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে আমরা আমাদের এই প্রতিবেশি দু’টি দেশের সঙ্গে ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি এবং এ বিষয়ে তাদের সক্রিয় ভূমিকা আশা করছি।এ বিষয়ে মিয়ানমারের সীমান্তে ঘেঁষে অবস্থিত ভারত-চীন সহ অন্যান্য দেশ যেমন লাওস এবং থাইল্যান্ডের সঙ্গেও বাংলাদেশ আলাপ-আলোচনা চালিয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কারণ এই প্রতিটি দেশের সীমান্তেই মিয়ানমারের ছোট ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্যা লেগে রয়েছে। কাজেই এই সমস্যাগুলোর যাতে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে আমাদের আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর চীন সফরকালে চীনের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করার প্রেক্ষিতে তারা এ বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণের কথা বলেন। যার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যেই মিয়ানমারে চীনের একটি প্রতিনিধি দল গিয়েছিল, তাঁরা বিষয়টি আলোচনা করেছেন এবং মিয়ানমারকে তারাও চাপ দিচ্ছেন।

তাছাড়া, তাঁর ভারত সফরকালে এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪ তম অধিবেশনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি তাঁদের মধ্যে আলাপ হয়েছে বলেও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।তিনি বলেন,আমি প্রত্যেকের কাছ থেকেই ভাল সাড়া পেয়েছি এবং এই সমস্যাটির যে একটা সমাধান হওয়া উচিত এখন এটা সকলেই অনুধাবন করে। তবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হলো মিয়ানমারের সঙ্গে তাদের যে সম্পর্ক সেটা রেখে এই রোহিঙ্গারা যেন নিরাপদে মিয়ানমারে ফিরে যেতে পারে। কাজেই তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

রাজনীতিতে শিষ্ঠাচার থাকতে হবে : ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, রাজনীতিতে শিষ্ঠাচার থাকতে হবে। জুনিয়র নেতাকর্মীরা সিনিয়রদেরকে সম্মান শ্রদ্ধা করবে। সিনিয়ররা জুনিয়রদেরকে স্নেহ ভালবাসা দেবে-এটাই দরকার।

বুধবার চট্টগ্রামের কালামিয়া বাজারস্থ একটি কমিউনিটি সেন্টারে আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতিমন্ডলীর সদস্য আখতারুজ্জামান চৌধুরী বাবুর ৭ম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগ যৌথ ভাবে এই স্মরণ সভার আয়োজন করে।ওবায়দুল কাদের বলেন, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ত্যাগী ও নিবেদিত। কিন্ত সামান্য কারণে তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সামান্য কারণে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়ানো উচিত নয়। এতে আমাদের প্রয়াত নেতাদের আত্মা কষ্ট পায়।

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, মরহুম আকতারুজ্জামান বাবুর পুত্র ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদ, শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন, আওয়ামী লীগের উপ প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, উপ-দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ সালাম, দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনার অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। যারা কলহপ্রিয়, দুর্নীতিবাজ, ভূমিদস্যু, অপকর্মকারী তাদের অপকর্মের দায় দল নেবে না। খারাপ লোকের জন্য দলের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।তিনি বলেন, একটা খারাপ কাজ অনেকগুলো ভাল কাজকে স্লান করে দেয়। অপকর্মকারীদের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার শুদ্ধি অভিযান চলমান রয়েছে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

আখতারুজ্জামান বাবুর স্মৃতি চারণ করে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী বলেন, বাবু ভাই শুধু ব্যবসা করলে দেশের এক নাম্বার ব্যবসায়ী হতে পারতেন। কিন্তু রাজনীতিকে টাকা তৈরীর মেশিন ভাবেননি তিনি।

ছয়ের পাতায়

উন্নয়নশীল দেশ হতে বাংলাদেশকে পাশে চায় নেপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বাংলাদেশের উন্নয়নের পথরেখা ধরে এগোতে চায় প্রতিবেশী দেশ নেপাল; সেজন্য চাইছে বাংলাদেশের সহযোগিতা।বুধবার রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে সাক্ষাতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি বলেছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হতে তারা বাংলাদেশের সহযোগিতা চাচ্ছেন। নেপাল সফররত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে হোটেলে এসে দেখা করেন কে পি শর্মা অলি। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে তাদের বৈঠক চলে।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন বলেন, নেপালের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হচ্ছে। এজন্য তিনি বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান।নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত করতে নেপাল সকল ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই লক্ষ্যে নেপাল বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে চায়। বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায়।প্রেস সচিব বলেন, নেপালর আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ‘সমৃদ্ধ নেপাল, সুখী নেপালি’ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সার্বিক সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে আগ্রহের কথা জানান নেপালের প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, বাংলাদেশ এবং নেপাল বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ। ১৯৭২ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে দু’দেশের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে।জল বিদ্যুৎ খাতে নেপালে বাংলাদেশের বিনিয়োগকে প্রত্যাশা করে কে পি শর্মা বলেন, এ খাতে বাংলাদেশ বিনিয়োগ করতে পারে, এতে দু’দেশই উপকৃত হবে।বাংলাদেশে অধ্যয়নরত নেপালি শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার সিদ্ধান্তের জন্য তিনি বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান।নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ছে। তা কমাতে অলি বাংলাদেশের সহযোগিতা চান।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আবদুল হামিদ বলেন,বাণিজ্য বৈষম্য দূরীকরণে শূল্ক ও কোটাসহ অন্যান্য যেসব বাধা আছে তা দূর করা সম্ভব। বাংলাদেশ একটি বড় বাজার। নেপালের উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্য বাংলাদেশে রপ্তানি করলে বাণিজ্য বৈষম্য কমে আসবে।বাংলাদেশের মোংলা ও পায়রা বন্দর ব্যবহার করে নেপাল তাদের বাণিজ্য বাড়াতে পারে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করবে।বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত ও নেপাল (বিবিআইএন) সড়ক যোগাযোগের বিষয় তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ,ভারত ও নেপাল তাদের মধ্যে কানেকটিভিটি বাড়াতে পারে।

বাংলাদেশ নেপাল থেকে জল বিদ্যুৎ নিতে আগ্রহী উল্লেখ করে এলক্ষ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করেন আবদুল হামিদ।তিনি এসময় আরও বলেন, দু’দেশের কানেকটিভিটি বাড়াতে উভয় দেশের পর্যটন খাতের সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করলে দু দেশই উপকৃত হবে।রাষ্ট্রপতি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রতি নৈতিক সমর্থনের জন্য নেপালের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বহুপাক্ষিক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে।নেপালের লুম্বিনিতে গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থানে নেপালের মাস্টারপ্ল্যানে বাংলাদেশের জন্য একটি প্লট বরাদ্দ রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আবদুল হামিদ বলেন, এর ফলে দু’দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বাড়বে এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে নেপালের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল যোগ দেবে বলে আশা করেন তিনি।

রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, মানবিক কারণে বাংলাদেশ ১১ লাখেরও বেশি মিয়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের আশ্রয় দিয়েছে। তারা সময়মতো ফেরত যেতে না পারলে শুধু বাংলাদেশ নয় এটি আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারে। তিনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে নেপালের জোরালো সমর্থন আশা করেন।এ প্রেক্ষাপটে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী একটি বড় সমস্যা। এর আশু সমাধানে তার দেশের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে নেপাল ‘সিরিজ ডায়ালোগ’ আয়োজন করবে জানিয়ে কে পি শর্মা এ বিষয়ে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ আশা করেন।পরে নেপালের ভাইস প্রেসিডেন্ট নন্দ বাহাদুর পুন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় রেল দুর্ঘটনায় হতাহাতের ঘটনায় দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন তিনি।এর আগে নেপালের বিরোধীদলীয় নেতা ও নেপালি কংগ্রেস পার্টির প্রেসিডেন্ট শের বাহাদুর দেউবা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতের সময় তারা দু’দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সফর বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সাক্ষাতের সময় সংসদের হুইপ আতিউর রহমান আতিক, সংসদ সদস্য এবিএম ফজলে করিম চৌধুরী, পররাষ্ট্র সচিব শহীদুল হক, নেপালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মাশফি বিনতে শামস, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম শামীম উজ জামান উপস্থিত ছিলেন।

যানজটের কারণে রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ: বিশ্ব ব্যাংক

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বাংলাদেশের সড়কে যানজটের কারণে পণ্যের রপ্তানি মূল্য বাড়ছে উল্লেখ করে বিশ্ব ব্যাংকের আবাসিক প্রতিনিধি মার্সি টেম্বন বলেছেন, রপ্তানি প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় মসৃণ পরিবহন অবকাঠামো তৈরিতে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ।

যানজটমুক্ত সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার পাশাপাশি সাশ্রয়ী যোগাযোগ মাধ্যম রেল ও জলপথের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি সক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বুধবার ঢাকার র্যা ডিসন হোটেলে বিশ্ব ব্যাংকের ‘মুভিং ফরওয়ার্ড: কানেক্টিভিটি অ্যান্ড লজিস্টিকস টু সাসটেইন বাংলাদেশ’জ সাকসেস’ শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে একথা বলেন মার্সি টেম্বন।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান, প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরেন বিশ্ব ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ম্যাটিয়াস হেরেরা ড্যাপে।

স্বাগত বক্তব্যে মার্সি টেম্বন বলেন,আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এই প্রতিযোগিতায় যে দেশ যত বেশি কম দামে পণ্য দিতে পারছে, সে দেশ রপ্তানি বাজারে ততই এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশকে পণ্য পরিবহণে ‘লজিস্টিক’ সহায়তা বাড়িয়ে বিশেষ করে যানজট কমানোর মাধ্যমে পণ্য পরিবহণ ব্যয় কমিয়ে রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ কাজে লাগাতে হবে।

প্রায় দুই দশক বিশ্ব ব্যাংকে কাজ করে আসা টেম্বন বলেন,বাংলাদেশের রপ্তানি প্রতিযোগী দেশগুলো রপ্তানি পণ্য পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়ন করে এগিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনো মসৃণ সংযোগ অবকাঠামোতে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ খাতের যানজট রপ্তানি পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানোর খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে।তিনি বলেন, বিশ্ববাজারের প্রায় ৭ শতাংশ পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ।বর্তমান অবস্থায়ও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ১০ শতাংশ রপ্তানি বাড়ানোর সুযোগ আছে। এছাড়াও বিশ্ববাজারে রপ্তানি বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আমদানিকারকরা কম দামে পণ্য চায়। যে দেশ

ছয়ের পাতায়

সরকারের চলমান শুদ্ধি অভিযান চলবে: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। ঢাকার ক্রীড়া ক্লাবগুলোতে ক্যাসিনো বন্ধের মধ্য দিয়ে যে ‘শুদ্ধি’ অভিযান শুরু হয়েছে, তা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।দেড় মাস আগে এই অভিযান শুরুর পর তাতে কিছুটা ভাটা দেখা দেওয়ার মধ্যে বুধবার সংসদে এক প্রশ্নের উত্তরে সরকার প্রধান বলেন,এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গত সেপ্টেম্বরে মতিঝিলের ক্রীড়া ক্লাবে র্যা বের অভিযানে অবৈধ ক্যাসিনো পরিচালনার তথ্য বেরিয়ে আসে। এতে জড়িত কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।শেখ হাসিনা বলেন,ক্যাসিনোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ইতোমধ্যে কঠোর অভিযান পরিচালনা করে ক্যাসিনোর আস্তানাগুলো উচ্ছেদ করে। সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনতে আদালতে সোপর্দ করেছে। ভবিষ্যতে যাতে কেউ এ ধরনের অবৈধ কর্মকান্ড পরিচালনা করতে না পারে সেজন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারি অব্যাহত আছে।দুর্নীতি, মাদক, সন্ত্রাস, জুয়াসহ সব সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে জেলা,উপজেলা ও পৌরসভাসহ সকল সেক্টরে এবং স্থানে সরকারের চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় পার্টির রুস্তম আলী ফরাজীর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মাদক ও জুয়াসহ সব সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে। মাদক কারবারি ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর কঠোর অভিযান চলমান রয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর অব্যাহত অভিযানে অনেক সন্ত্রাসী আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সন্ত্রাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর অভিযান চলবে।সব দুর্নীতিবাজকে আইনের আওতায় আনতে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে রাজনৈতিক ব্যক্তি ছাড়া সরকারি কর্মচারীসহ অন্য যে সব ব্যক্তি জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, গত ১০ বছরে দুর্নীতি দমন কমিশন ১৩ হাজার ২৩৮টি অভিযোগের অনুসন্ধান, ৩ হাজার ৬১৭টি মামলা দায়ের এবং ৫ হাজার ১৭৯টি অভিযোগপত্র দিয়েছে। জাতীয় পার্টির মুজিবুল হকের প্রশ্নের জবাবে শেখ হাসিনা বলেন, ক্যাসিনো ও দুর্নীতির সাথে যেই জড়িত থাকুক না কেন, তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশন ক্যাসিনোর সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পদের তথ্য চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের কোন কোন ব্যক্তি সিঙ্গাপুরে ক্যাসিনো খেলেছে, সে সম্পর্কিত তথ্য প্রেরণের জন্য দুদক সিঙ্গাপুর সরকারকে অনুরোধ করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন,দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখতে দুদক বদ্ধপরিকর। এছাড়া কারা কারা অভিজাত গাড়ি কিনেছে, সেই সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। সাতক্ষীরা-২ আসনের সংসদ সদস্য মীর মোস্তাক আহমেদ রবির প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা বলেন, দলমত নির্বিশেষে সব ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে। সারাদেশের এ ধরনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলাবাহিনী অভিযান পরিচালনা করছে। জাতীয় পার্টির সৈয়দ আবু হোসেন বাবলার প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন,দুর্নীতির বিষবৃক্ষ সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে দেশের প্রকৃত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি সুশাসনভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় পার্টির মসিউর রহমান রাঙ্গাঁর প্রশ্নের জবাবে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন, ভারতে

ছয়ের পাতায়

বিএনপি’র দুর্নীতিবাজদের তথ্য আছে কাজ চলছে : তথ্যমন্ত্রী হাছান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বিএনপি’র দুর্নীতিবাজ ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের তথ্য সরকারের কাছে আছে, এসব তথ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। তথ্যমন্ত্রী বুধবার সকালে চট্টগ্রাম নগরের জিইসি কনভেনশন সেন্টারে সেরা করদাতা সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি বাংলাদেশকে পরপর পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ অর্থাৎ কালো টাকা বেগম খালেদা জিয়া জরিমানা দিয়ে সাদা করেছেন। বিএনপির অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান যিনি ন্যায়-নীতির কথা বলতেন, তিনি নিজেই কালো টাকা সাদা করেছেন।তিনি বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার দুর্নীতি বিদেশেও উদঘাটিত হয়েছে। তারেক জিয়ার দুর্নীতির বিষয়ে দেশে এসে এফবিআই সাক্ষ্য দিয়ে গেছে। খালেদা জিয়ার প্রয়াত পুত্র কোকোর দুর্নীতিও উদঘাটিত হয়েছে। কোকোর দুর্নীতির মাধ্যমে পাচার করা টাকা দেশে ফেরত আনা হয়েছে। তাদের সারা অঙ্গে দুর্নীতি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার কোন নৈতিক অধিকার তাদের নেই।

বিএনপির পক্ষ থেকে চলমান শুদ্ধি অভিযানকে আইওয়াশ বলে উল্লেখ করা প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখনও তো বিএনপির যারা দুর্নীতিবাজ, তাদের ধরা হয়নি। সেজন্য হয়তো তারা এমনটা মনে করছে। বিএনপির যারা দুর্নীতিগ্রস্থ, যারা দুর্নীতির মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং সরকার, দেশ ও জনগণকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, সেই তথ্য সরকারের কাছে আছে। এগুলো নিয়েও সরকার নিশ্চয়ই কাজ করছে।সরকারের ব্যর্থতার কারণে ট্রেন দুর্ঘটনা- বিএনপির এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এই দুর্ঘটনা কেন ঘটেছে সেটা ইতিমধ্যে পত্রিকায় এসেছে। প্রাথমিকভাবে আমরা জেনেছি, চালকের ভুলের কারণে, সিগন্যাল অমান্য করায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনার তদন্ত হচ্ছে।তথ্যমন্ত্রী বলেন, সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজার, বিএনপির যে অভ্যাস সেটি তাদের রাজনৈতিক দৈন্যতা ছাড়া কিছুই নয়। সবকিছুর মধ্যে রাজনীতি খোঁজা সঠিক নয়। বরং যারা আহত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানো হচ্ছে রাজনীতিবিদদের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের দলের নেতাকর্মীদের বলা হয়েছে।

কেউ আওয়ামী লীগে যোগ দিলেই তাকে অনুপ্রবেশকারী বলা যাবে না উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ হচ্ছে গণসংগঠন। এখানে অন্য দল থেকে যোগ দিতে পারবে না, এমনটা নয়। যে কোন দল থেকে যোগ দিতে পারে। তবে অবশ্যই তাকে আওয়ামী লীগের নীতি আদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। কোন যুদ্ধাপরাধী বা যুদ্ধাপরাধীর দলের সঙ্গে জড়িত কাউকে দলে নেওয়া সমুচিত নয়। যারা নানাভাবে অপকর্মের সাথে যুক্ত, কিংবা আমাদের দলের বিরুদ্ধে, নেতাকর্মীদের নির্যাতনে জড়িত, তাদেরকে আমাদের দলে নেয়া উচিত নয়। অনুপ্রবেশকারীদের ব্যাপারে যে তালিকাটা হয়েছে সেটা প্রাথমিক তালিকা। সেটা যাচাই-বাছাই করে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সৃজনশীলতা দেখছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। বিএনপিকে নিয়ে সমালোচনামুখর তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদকে নিয়ে টিপ্পনি কেটেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বিএনপির আরও জ্যেষ্ঠ নেতারা দলত্যাগ করতে চলেছেন বলে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাবে বুধবার তিনি বলেন,তথ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রায়শই এই ধরনের কথা-বার্তা বলেন, সেগুলো তার কিছুটা সৃজনশীলতার আভাস পাওয়া যায় আর কি! বেশ নতুন নতুন গল্প তৈরি করেন তিনি। তথ্যমন্ত্রী মহোদয়ের যে সরকার আছে, তারা গোয়েবলসীয় প্রচারের মধ্য দিয়ে সরকারকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান মাহমুদের ওই বক্তব্যের পাল্টা দাবি করে বিএনপি মহাসচিব বলেন,আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, বিএনপি থেকে আওয়ামী লীগে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন নেই। বরং আওয়ামী লীগ থেকেই বিএনপিতে আসার অবস্থা তৈরি হয়েছে।আওয়ামী লীগ এখন প্রমাণ করেছে যে, তারা রাজনৈতিক দল হিসেবে দেউলিয়া রাজনৈতিক দল, একটা ব্যাংক্রাপট পলিটিক্যাল পার্টি।

সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খানের বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মির্জা ফখরুল বলেন,বিএনপির সিনিয়র নেতা পদত্যাগ করছেন- এটা আপনাদের মাধ্যমে জানতে পারছি। আমি এখনও জানি না।লন্ডন থেকে তারেক রহমান দল চালাচ্ছেন বলেই নেতারা চলে যাচ্ছেন বলে তথ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন,এই ধরনের কথা বলতে তারা অভ্যস্ত। তারা নিজেদেরই ঘর সামাল দিতে পারছে না।প্রতিদিন তাদের যুব লীগের সম্মেলনে, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলনে মিটিংয়ের মধ্যে তারা পরস্পর মারামারি করছেন, ভাঙাভাঙি করছেন- এটা আমরা প্রতিদিন পত্রিকায় দেখতে পারছি। তাদের যে পতন সেটাকে তারা ঢেকে রাখার জন্য অহেতুক মিথ্যা কথা বলছে।

মোরশেদ খানের পদত্যাগ নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।তিনি বলেন,বিএনপি থেকে যেভাবে তাদের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ দল ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। এই ছেড়ে যাওয়ার লিস্টে আরও আছে। সেগুলো ভবিষ্যতে বিএনপি দেখতে পাবে।বিএনপি জনগণের পক্ষে ‘দাঁড়াতে পারেনি’ বলেই তাদের এই হাল হয়েছে বলে মন্তব্য করেন হাছান মাহমুদ। নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক এটিএম কামালের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীদের নিয়ে বিএনপি মহাসচিব সকালে শেরে বাংলা নগরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন।

শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে বক্তব্যের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন জাপা মহাসচিব রাঙ্গাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। সমালোচনার মুখে শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে বক্তব্যের জন্য ‘নিঃশর্ত ক্ষমা’ চেয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁ। বুধবার সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন,আমি নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি। সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে নিলাম। আমি করজোড়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। যারা কলিগ আছেন, তারা এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ২৭৪ ধারায় ব্যক্তিগত কৈফিয়তে দাঁড়িয়ে একথা বলেন বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ রাঙ্গাঁ। নূর হোসেনের পরিবারের কাছে বিশেষ করে নূর হোসেনের মায়ের কাছেও ক্ষমা চেয়েছেন জানিয়ে রাঙ্গাঁ বলেন,আমি নূর হোসেনের পরিবারের কাছে, তার মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে পত্র দিয়েছি। আমি ভুল করেছি। এ জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি, বিবৃতি দিয়েছি। জাতীয় পার্টির এ সংসদ সদস্য দাবি করেন, তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সংসদ নেতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে বিতর্কিত কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বলেন,আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমার দল ক্ষমতায় এলেও আমি মন্ত্রী হতে পারতাম না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে মন্ত্রী করেছেন। অনেক স্নেহ করতেন, অনেক ভালোবাসতেন। আমি মনে করি, সেই সম্পর্কটা আমার সাথে উনার থাকবে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী থাকাকালে সংসদে মন্ত্রী আশরাফুল ইসলামের অনুপস্থিতিতে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কথা উল্লেখ করে রাঙ্গাঁ বলেন,তার পক্ষে দাঁড়িয়ে আমি ৩৭টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম। অজস্রবার জয়বাংলা বলেছি। অজস্রবার জাতির পিতা সম্পর্কে বলেছি। সুতরাং জাতির পিতা নিয়ে যদি আমি ভুল কিছু বলে থাকি সেজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন মাননীয় স্পিকার।

মহাজোট শরিক জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য রাঙ্গাঁকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বিগত সরকারে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল। তার সঙ্গে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছিল জাতীয় পার্টির আরও দুই নেতাকে। পতিত সামরিক শাসক এরশাদকে করা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত।রাঙ্গাঁ গত ১০ নভেম্বর দলের এক অনুষ্ঠানে প্রয়াত সামরিক শাসক এরশাদের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনকে ‘মাদকাসক্ত’ বলেছিলেন। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও সমালোচনা করেন।এরপর সর্বত্র সমালোচনার ঝড় উঠে।মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে অনির্ধারিত আলোচনায় অংশ নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা তোফায়েল আহমেদ, আমির হোসেন আমু, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, গণফোরামের সুলতান মনসুর, তরিকত ফেডারেশনের নজিবুল বশর মাইজ ভান্ডারি এবং জাতীয় পার্টির কাজী ফিরোজ রশীদ ও মুজিবুল হক চুন্নু। এ প্রসঙ্গ টেনে জাতীয় পার্টির মহাসচিব রাঙ্গাঁ বলেন,আমি ২০১৪ সালে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছি। গতকাল উনারা আমার ব্যাপারে যেভাবে কথা বলেছেন, আমি মনে করেছি উনারা আমাকে সচেতন করেছেন। আমি ভুল করেছি। আমাকে আপনারা শাসন করেছেন। সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে নিলাম। আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।মহাজোটের সাথে নির্বাচন করার পাশাপাশি দেশের পরিবহন খাত সচল রাখার জন্য তার নেওয়া ভূমিকার কথাও স্মরণ করেন রাঙ্গাঁ।

জাপা মহাসচিব রাঙ্গাঁ জনগণকে অপমান করেছে:ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। গণতন্ত্রের আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনকে ‘মাদকাসক্ত’ বলায় জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঁঙ্গার কঠোর সমালোচনা করেছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন,অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম, পরবর্তীকালে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছি, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, সেই স্বৈরাচারকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছিল এবং ভোট

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◯ হরেকরকম ◯ হরেকরকম

প্রথম বিয়ে ভাঙার ১৬ বছর পরে ফের এনগেজড পূজা বেদী

চলতি বছরের শুরুতে অভিনেত্রী পূজা বেদীর এনগেজমেন্ট হয়েছে উদ্যোগপতি মানেক কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে। গোয়ায় দু''জনের ছুটি কাটানোর ছবি মাত করেছে ইন্টারনেট। মনের মানুষের সঙ্গে সমুদ্রযাপনের ছবি পূজা নিজেই শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে।এর আগে নয়ের দশকের গোড়ায় পূজা বিয়ে করেছিলেন ফারহান ফার্নিচারওয়ালাকে। ২০০৩ সালে ভেঙে যায় তাঁদের বিয়ে। এরপর মেয়ে আলাইয়া এবং ছেলে ওমরকে নিয়ে একাই থাকছিলেন পূজা। শোনা যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সি বিয়ে করতে চলেছেন মানেককে।মানেকের সঙ্গে নিজের ছবিতেই ভর্তি পূজার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল। সেখানেই তিনি শেয়ার করেছেন গোয়ার ছবি। এর আগে সেখানেই পূজা দিয়েছিলেন ভ্যালেন্টাইনস ডে উদযাপনের ছবিও। হট এয়ার বেলুনে ভাসমান অবস্থায় তাঁকে প্রোপোজ করেছিলেন মানেক। উত্তরে ''হ্যাঁ'' বলতে দ্বিধা করেননি পূজা।কবীর ও প্রতিমা বেদীর মেয়ে পূজাকে দেখা গিয়েছে ''যো জিতা ওহি সিকন্দর'', ''শক্তি'',''লুটেরা''-র মতো ছবিতে পার্শ্বনায়িকার ভূমিকায়। অংশ নিয়েছেন টেলিভিশনের বেশ কিছু রিয়েলিটি শো-তেও।পূজার মা নৃত্যশিল্পী প্রতিমা বেদী কৈলাস মানস সরোবর যাওয়ার পথে মালপা গ্রামে হড়পা বানের জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারান।

বলিউডে হরর সিনেমার জনক রামসে ব্রাদাদের জীবনি এবার বড়পর্দায় ! সৌজন্যে অজয়

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বড় চমক দিলেন অজয় দেবগণ। এদিন তিনি ঘোষণা করেছেন বলিপাড়ার অন্যতম হরর সিনেমার জনক রামসে ব্রাদারদের নিয়ে সিনেমা বানাবেন। তাঁর প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে মুক্তি পাবে রামসে ব্রাদারদের বায়োপিক। ভারতবর্ষে ভৌতিক সিনেমার সূচনা মূলত তাঁদের হাত ধরেই। সেই রামসে ব্রাদারদের নিয়েই এবার সিনেমা বানাচ্ছেন অজয়। তবে এখানে শুধু তাঁদের সিনেমা বানানোর গল্প নয় অজয় তুলে ধরবেন রামসে ব্রাদারদের জীবন।কীভাবে তাঁরা এই হরর ঘরানাতে এলেন, তাঁদের বলিউডে পা রাখার আগের জীবন কেমন ছিল সবটাই উঠে আসবে অজয়ের প্রযোজিত সিনেমাতে। ''রামসে বায়োপিক'' নামে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। যার গল্প লিখেছেন রীতেশ শাহ। এই বিষয়ে এদিন অজয় জানিয়েছেন, ''এটা আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। আর আপনাদের জানাতে পেরে আমি খুবই খুশি যে আমার প্রযোজনায় রামসে ব্রাদারের জীবনি ফুটে উঠবে বড়পর্দায়।'' রামসে ব্রাদারের প্রযোজনায় ও পরিচালনায় বলিউডে মুক্তি পায় ''ভীরানা'', ''পুরানা মন্দির'', ''পুরানা হাভেলি''-র মতো বেশকিছু সিনেমা। নব্বই-এর দশকে এই ভৌতিক সিনেমাগুলি দর্শকদের কাছে ছিল বিনোদনের প্রধান রসদ।অজয় আরও জানিয়েছেন,''প্যাশনের জন্য কাজ করেছিলেন, তিন পুরুষের জার্নি যেটার সবটা জানা নেই দর্শকদের। সেটাই দেখানো হবে এবার।'' যদিও সিনেমাতে রামসে ব্রাদারদের চরিত্রে কাদের অভিনয় করতে দেখা যাবে কিংবা কবে থেকে এই সিনেমার শ্যুটিং শুরু হবে সেই বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি।

কেন খাবেন ভেজানো বাদাম ? জেনে নিন

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েবসাইট ''লাইভ হেলথ কাব'' নির্বাচন করেছে পৃথিবীর সেরা কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাদাম। প্রতিদিন আধা কাপ বাদাম খেলে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে, ক্যান্সার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।বাদামে রয়েছে কয়েক ধরনের ভিটামিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, জিংক, ক্যালশিয়াম, ফাইবার, ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন।তবে সব উপকারিতা পেতে সরাসরি বাদাম না খেয়ে, ভিজিয়ে খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।বাদাম ভিজিয়ে রাখলে খোসা সহজেই তোলা যায়, আর খেতেও ভালো লাগে। ক্যানসার প্রতিরোধে কাজ করে ভিটামিন বি-১৭ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা পাওয়া যায় ভেজানো বাদামে। বাদাম ভিজিয়ে রেখে খেলে শরীরে ফলিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়।এই উপাদানটি শিশুদের জন্মগত ত্রুটি ও সমস্যায় প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।এছাড়া বাদামের খোসায় ট্যানিন নামে এক ধরনের উপাদান থাকে, যা হজমে সমস্যা তৈরি করে।ভিজিয়ে রেখে খোসা ছাড়িয়ে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন।ওজন কমানো, কিডনির রোগ, হৃদরোগ, ক্ষুধামন্দা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নিয়মিত বাদাম খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন আপনার খাবারের আইটেমের মধ্যে থাকুক অন্তত এক মুঠ বাদাম।কাঠবাদাম - এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। যেকোনো বড় অস্ত্রোপচারের পর বা দেহের কোনো হাড় ভেঙে গেলে, কাঠবাদাম খেলে হাড় পুষ্টি পাবে দ্রুত। লম্বা আকারের বাদাম, খোসা (পাতলা আবরণ) ছাড়িয়ে খেতে হয়। কাঁচা খেতে পারলে খুব ভালো। কাঁচা হজম করতে না... পারলে জলেতে ভিজিয়ে খাবেন। বাদামের ওপর পাতলা বাদামি বা খয়েরি রঙের আবরণ থাকে। জলেতে ১০ থেকে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলেই খোসাটা উঠে যায়। চিবিয়ে বা খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে সেদ্ধ করে খাওয়া যায়। গর্ভবতী মহিলা, বাড়ন্ত শিশু ও মেনোপোজ (চিরতরে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া) হয়ে গেছেএমন নারীদের জন্যও কাঠবাদাম ভীষণ জরুরি। কারণ, এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। আবার বয়স্ক নারী ও পুরুষের জন্যও এই বাদাম ভীষণ জরুরি। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে আমাদের দেশে ৪০ বছরের পর বেশির ভাগ মানুষের অসটিওপোরোসিস হয়, এই অসুখে হাড় দুর্বল হয়ে যায়, যা পুরো শরীরের ওপর ফেলে ক্ষতিকর প্রভাব।এমন অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন দেহের ওজন কমানো, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা ও নিয়মিত ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার খাওয়া। মেনোপোজ হয়ে যাওয়া নারীদের হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁদের দেহে জরুরি অনেক হরমোন তৈরি হয় না (হরমোন শরীরের জন্য উপকারী উপাদান)এমন অবস্থায়ও কাঠবাদাম হতে পারে আপনার বন্ধু। প্রতিদিন সর্বোচ্চ তিনটা খাওয়া যেতে পারে। এতে শরীরের জন্য জরুরি অনেক উপকরণ রয়েছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ত্বকে জোগায় পুষ্টি, সাহায্য করে বার্ধক্যকে দূরে ঠেলতে। ত্বকের অসুখগুলোকে দূরে রাখে

সলমানকে টক্কর দেবেন রণদীপ !

স্কুল জীবন থেকেই অভিনয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন রণদীপ হুদা। তিনি একজন ব্লগার।ব্লক বাস্টার ছবি সুলতানে তাকে দেখা গিয়েছিল সলমান খানের বক্সিং ট্রেনার হিসেবে। বলিউডের যেসব অভিনেতাদের ফিটনেস এবং শরীরিক গঠন আকর্ষণীয়, রণদীপ তাদের মধ্যে অন্যতম।প্রায়ই ইনস্টাগ্রামে ভক্তদের জন্য তার বিভিন্ন রকমের ওয়র্কআউট ভিডিও শেয়ার করেন রণদীপ হুদা। সোমবার দুপুরে তেমনই একটি ওয়র্কআউট ভিডিও শেয়ার করলেন তিনি। ৬৪০ পাউন্ড অর্থাত প্রায় ২৯০ কেজি ওজন নিয়ে করলেন লেগ প্রেস। ভিডিও পোস্টে করে জানান এত কসরতের পিছনে আসল কারণ।সলমান খানের পরবর্তী ছবি ট্রুথত্মত্র-তে দেখা যাবে রণদীপকেও। অনস্ক্রিন যাতে ভাইজানকে জোর টক্কর দিতে পারেন, তার জন্য এমন কঠিন প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুম, হতে পারে দুঃস্বপ্নের কারণ

প্রতিদিনের ঘুমের চাহিদা মেটানো সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভেজাল ও পর্যাপ্ত ঘুম মন মেজাজ ভালো রাখে, কর্মক্ষমতা বাড়ায়, স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সাধারণত পর্যাপ্ত ঘুমের হিসাব ধরা হয় দৈনিক সাত থেকে আট ঘণ্টা।তবে বেশি ঘুমালে রয়েছে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া। এমনকি অতিরিক্ত ঘুমের কারণে দুঃস্বপ্ন দেখার মাত্রাও বাড়তে পারে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে, যা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড''য়ের গবেষণা অনুযায়ী, যত বেশি ঘুমানো হবে, স্বপ্ন ততই উদ্ভট হবে।সম্প্রতি এক গবেষণায় এমন তথ্য উঠে এসেছে, যা স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।ইউনিভার্সিটি অফ অক্সফোর্ড''য়ের গবেষণা অনুযায়ী, যত বেশি ঘুমানো হবে, স্বপ্ন ততই উদ্ভট হবে।তাদের এই গবেষণায় ৮৪৬ জন মানুষ অংশ নেন, যেখানে গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করেন তাদের ঘুম ও দুঃস্বপ্ন দেখার মাত্রা। ফলাফলে দেখা যায়, প্রতি ২০ জনের মধ্যে একজন প্রতি সপ্তাহে দুঃস্বপ্নের শিকার হয়েছেন। আর যারা মানসিক চাপে ভুগছেন তাদের দুঃস্বপ্ন আরও বেশি ভয়াবহ।গবেষকরা দেখেন, যারা প্রতিরাতে নয় ঘণ্টার বেশি ঘুমান, তারা অন্যান্যদের তুলনায় ৩৫ শতাংশ বেশি দুঃস্বপ্ন দেখেন। শুধু তাই নয়, যারা সাত ঘণ্টার কম ঘুমান তারাও আজগুবি স্বপ্ন দেখেন।তাই ঘুমাতে হবে কমপক্ষে সাত থেকে আট ঘণ্টা, তবে নয় ঘণ্টার বেশি নয়।

মাত্র ২ মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন চেষ্টা করেই দেখুন একবার

নিয়মিত, পর্যাপ্ত ঘুম হয়- এমন মানুষ মনে হয় এই যুগে কমই পাওয়া যায়। জীবনযাপনের স্ট্রেস, স্বাস্থ্য সমস্যা সর্বোপেরি সোশ্যাল মিডিয়ার হাতছানিতে অনেকেই রাত জাগেন। ঘুমানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা ঘুমান না। কিন্তু কিছু মানুষ কিন্তু চাইলেও ঘুমাতে পারেন না।তারা নিজেদের স্ট্রেস কম রাখার চেষ্টা করেন, স্বাস্থ্যের যত্ন নেন, ঘুমাতে যাবার আগে মোবাইল ফোনটা অফ করে দেন, বই পড়েন, বালিশ রোদে দেন। এরপরেও তাদের ঘুম আসতে চায় না। ঘুম না আসার হতাশায় যারা ভুগছেন, তারা জেনে নিতে পারেন একটি কৌশল।এই কৌশলটি হলো নিঃশ্বাসের একটি ব্যায়াম, যার নাম ৪-৭-৮ টেকনিক। কী ভাবে এই ব্যায়াম করবেন?প্রথমে আপনার জিহবার ডগা দিয়ে ওপরের পাটির দাঁতের ঠিক পেছনে থাকা মাংসে চাপ দিন ও মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস বের করুন। এরপর ৪ গুনতে গুনতে নাক দিয়ে শ্বাস নিন। ৭ গুনতে গুনতে এই শ্বাস ধরে রাখুন। এরপর ৮ গুনতে গুনতে মুখ দিয়ে শ্বাস বের করে দিন। মোট চারবার এই কাজটি করুন।

এতে আপনার ঘুম চলে আসবে।এই কৌশলটি আবিষ্কার করেন অ্যান্ড্রু ওয়েইল নামের এক ডাক্তার, আর এর ধারণা নেওয়া হয়েছে প্রাণায়াম নামের যোগব্যায়ামটি থেকে। ড় ওয়েইল এর নাম দেন ''রিল্যাক্সিং ব্রেথ'', কারণ তা মন ও শরীর দুটোকেই শান্ত করে দেয়। যাদের ঘুম সহজে আসতে চায় না, তাদের ঘুম এনে দেয়।অনেকেই বিভিন্ন কারণে স্ট্রেসে থাকেন। রাতের পর রাত তাদের ঘুম হয় না। শরীর শিথিল হতে চায় না। আবার কখনো কখনো ক্লান্তি বেশি হওয়ার কারণেও ঘুম আসে না। তারা এই ব্যায়ামটি করুন।প্রথমবার ব্যায়ামটি করার পর এর থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিন। একটু একটু করে ঘুম চলে আসবে। দুই মিনিটের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়বেন আপনি। এছাড়া যদি মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, তাহলেও আবার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য এই কৌশলটি ব্যবহার করতে পারেন।

জল শূন্যতা বা ডি-হাইড্রেশন দূর করে যে সব খাবার

শরীরকে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন থেকে রক্ষা করতে পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ শরীরে জলের অভাব হলে মানসিক শ্রান্তি, মাথা ব্যথা, ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া, পেশীর সমস্যা, নিম্ন রক্তচাপের মতো আরও নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। বিশেষজ্ঞরা সবসময় বলেন দৈনিক অন্তত ৮-১০ গ্লাস জল পান করতে। একজন পূর্ণবয়স্ক নারীর শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৪৫-৬০% আর একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের শরীরে জলের পরিমাণ থাকতে হবে ৫০-৬৫%। চলুন তবে জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবার সম্পর্কে একটু বিস্তারিত দেখে নেয়া যাক !শরীরে জল কেন প্রয়োজন?১) খাবার থেকে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছানো২) ইউরিনের মাধ্যমে শরীর থেকে সব বর্জ্য দূর করা।৩) শরীরের তাপমাত্রা ঠিক রাখা।৪) সংবেদনশীল টিস্যুগুলোকে রক্ষা করা।৫) ব্রেইন এবং গর্ভের সন্তানকে রক্ষা করা।৬) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।৭) স্কিন এবং হেলথ ভালো রাখতে সহায়ক।৮) কিডনিকে ড্যামেজ হওয়া থেকে রক্ষা করে।৯) পুরো শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ করতে সহায়তা করে।জলশূন্যতা প্রতিরোধের খাবারজল পানের সাথে সাথে কিছু বিশেষ খাবার খেয়েও পেতে পারেন জলশূন্যতা থেকে মুক্তি !শসাশসাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ জল থাকে। শসা খুবই কম ক্যালোরি সম্পন্ন এবং এতে আছে ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণসহ ডিহাইড্রেশন দূরীকরণেও দারুণ ভূমিকা রাখে। লেটুসএতে আছে প্রায় ৯৬% জল। তাই বুঝতেই পারছেন প্রতিদিনের খাবারে লেটুস রাখাটা শরীরের জন্য কতটা মঙ্গলের। তাছাড়া লেটুসে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও কে যা হাড় ও ইমিউন সিস্টেমকে ভালো রাখে। আর শরীরকে জলশূন্য হতে দেয় না একদমই। স্ট্রবেরিএর ৯১ শতাংশই জল। এতে আছে ফাইবার, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ভিটামিন ও মিনারেলস। ডিহাইড্রেশন, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস , বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার ইত্যাদি থেকে দেহকে রক্ষা করে। তাছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং ইমিউন সিসটেমকে ফিট রাখাতেও স্ট্রবেরির তুলনা নেই।কমলাএর ৮৮%-ই জল। জানেন কি একটা কমলায় আধা কাপ জল থাকে। তাছাড়াও এতে আছে ভিটামিন সি, পটাসিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। ডিহাইড্রেশন ছাড়াও কমলা কিডনিতে পাথর হওয়াও রোধ করে। টক দইটক দইয়ের প্রায় ৮৮ ভাগই জল। তাছাড়া আছে ভিটামিনস ও মিনারেলস যা হাড় মজবুত রাখতে সহায়তা করে।

এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। টক দই ডিহাইড্রেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য উতকৃষ্ট একটি খাবার।তরমুজতরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধের খুবই কার্যকর একটি উতস এটি। ভিটামিন এ ও সি, ম্যাগনেসিয়াম, ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর তরমুজ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ওজন কমানোর জন্য খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখে।. টমেটোটমেটোর ৯৪ শতাংশই জল। এতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিনস, মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস। টমেটো প্রোস্টেট ক্যান্সার এবং হৃদরোগ প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর। তাই সুপ, সালাদ, তরকারি ইত্যাদিতে প্রতিদিন কমবেশি টমেটো রাখার চেষ্টা করুন। ফুলকপিএটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং হাইড্রেটিং একটি সবজি। এতে ৯২% জল আছে। তাই ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে এটি দারুণ কাজ করে নিঃসন্দেহে। তাছাড়া এতে আছে প্রচুর ভিটামিনস ও মিনারলস যা ব্রেইন ও মেটাবোলিজম ভালো রাখে। বাঁধাকপিবাঁধাকপির ৯২ শতাংশই জল। এতে আছে ভিটামিন সি ও কে, বিভিন্ন মিনারেলস এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টস যা ইনফ্লামেশন, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং কিছু ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। আর ডিহাইড্রেশন দূরীকরণে এই সবজির জুড়ি নেই। ডাবডাবে ৯৫% জল থাকে। ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধে ডাবের জলকে বলা হয় খুবই কার্যকর ও সুস্বাদু একটি উতস। তাছাড়া এতে পটাশিয়াম, সোডিয়াম ও ক্লোরাইডও আছে। ব্যায়ামের পর ডাবের জল একটা এনার্জি ড্রিংকের মতো কাজ করে। তাছাড়া এটি ব্লাড প্রেশার কমায় বলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য খুবই ভালো। হৃদরোগ ও কিডনিতে পাথর প্রতিরোধ করে।

ওজন কমানো নিয়ে কিছু প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

আজকাল আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠছে। আর সেই সঙ্গে চলছে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার নানান চেষ্টা। কারণ অতিরিক্ত ওজন বা ওবেসিটি যে হার্ট সমস্যা, ব্লাড সুগার, হাইপারটেনশনসহ নানা সমস্যার মূল কারণ তা আজ কারো অজানা নয়। একারণেই আজ অনেকেই ব্যায়াম, ডায়েট কন্টোলসহ নানা নিয়ম পালন করছে। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় এসব কিছুই কাজে আসছে না। এর কারণ ওজন কমানো নিয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা। এ সব ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর করতে পারলে ওজন কমানোটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ব্যায়াম করলেই ওজন কমে, ডায়েটের দরকার নেই: অনেকে ভাবেন শুধু ব্যায়াম করলেই ওজন কমানো সম্ভব। জিমে গিয়ে ঘাম ঝরালে খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণের কোন দরকার নেই। খুবই ভুল ধারণা। একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। আপনি হয়তো জিমে এক ঘণ্টা ব্যায়াম (নির্ভর করবে কী ধরনের ব্যায়াম করছেন তার ওপর) করে ১০০ থেকে ৩০০ ক্যালরি বার্ন করলেন। কিন্তু এক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক বা একটা বার্গার খেলে আপনার শরীরে জমা হবে ১৫০০ থেকে ২০০০ ক্যালরি। অঙ্কটা কী এবার বুঝতে পারছেন? কাজেই শুধু জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরালে কোনো লাভ হবে না। সেই সঙ্গে মেনে চলতে হবে হেলদি ডায়েট। ওয়েট ট্রেনিং করলে ছেলেদের মত পেশীবহুল শরীর হয়: এটা একটা মস্ত বড় ভুল ধারণা। অনেক মেয়েই জিমে গিয়ে ওয়েট ট্রেনিং এর জন্য ''না'' করে দেন এই ভেবে যে, ওয়েট ট্রেনিং করলে চেহারা ও বডি ছেলেদের মত মাসকুলার হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকমত ওয়েট ট্রেনিং করলে কখোনোই বডি মাসকুলার হবে না। কারণ মেয়েদের মধ্যে পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের অভাব। বরং বডি টোনিংয়ের জন্য ওয়েট ট্রেনিং একান্ত জরুরি। বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এবং মোটা হয়: বেশি বেশি জল খেলে শরীর ফুলে যায় এমন ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে অনেকেই জল খাওয়া কমিয়ে দেন। এমনটা করবেন না। বরং শরীরের বিপাক ক্রিয়া ঠিক রাখার জন্য জল অতি জরুরি। দিনে কমপক্ষে ৮ থেকে ১২ গ্লাস পানি অবশ্যই খেতে হবে। কলা খেলে মোটা হয়: একথাটা প্রায়ই শোনা যায়। অন্যান্য সব ফল খেলেও মোটা হবার ভয়ে কলা থেকে অনেকেই শত হাত দূরে থাকেন। কিন্তু কলায় থাকা মিনারেল, পটাশিয়াম আর ভিটামিন আমাদের দেহের জন্য অনেক উপকারী। একটা কলায় থাকে ৮০ থেকে ১২০ ক্যালরি। যেখানে চিপস, ভাজাপোড়া বা এক পিস সন্দেশে অনেক বেশি ক্যালরি থাকে।

আসছে রানি মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি মর্দানি ২

মুম্বই: ফের বড় পর্দায় দুর্দান্ত অ্যাকশন করতে দেখা যাবে রানি মুখোপাধ্যায়কে। ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে তাঁর ছবি মর্দানি ২। আজ মুক্তি পেল ছবির টিজার।৩৮ সেকেন্ডের টিজারে রানির এক ঝলকই দেখা গিয়েছে। এই সিরিজের প্রথম ছবি মর্দানি-র মত এটিতেও রানি রয়েছেন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে। হৃতিক রোশনের ছবি ওয়্যার মুক্তি পেতে চলেছে শুক্রবার। এর সঙ্গে মর্দানি ২-র টিজার জুড়ে দেওয়া হচ্ছে।২০১৪-য় মুক্তি পাওয়া মর্দানি-র সিকোয়েল হল মর্দানি ২। মর্দানি-তে রানি ছিলেন শিবানী রায় নামে এক পুলিশকর্মীর চরিত্রে, যিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের এক পাচারচক্রকে হাতেনাতে ধড়ে ফেলেন। প্রথম ছবিটির পরিচালক ছিলেন প্রদীপ সরকার। আর আগামী ছবির পরিচালক নবাগত গোপী পুথরণ, এটিই তাঁর প্রথম ছবি।গত বছর হিচকি ছবিতে শেষবার দেখা যায় রানিকে। এখন তাঁর অনুরাগীরা তাঁর আগামী ছবির প্রতীক্ষায়।

দেখা যাবে না রণবীর আলিয়াকে !

বেশ কিছু সিনেমার প্রস্তাব এসেছে তাঁদের কাছে কিন্তু সবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের দুজনের সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে যখন জোর জল্পনা চলছে, সেই সময় হঠাত করে কেন তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন? বুঝতেই পারছেন রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাটের কথাই বলা হচ্ছে।বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। জানা যাচ্ছে, রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভটের কাছে একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার প্রস্তাব ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করেছে। কিন্তু রণবীর, আলিয়া প্রায় সব প্রস্তাবই ফিরিয়ে দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের সিনেমা ব্রহ্মাস্ত্র যতদিন পর্যন্ত না মুক্তি পাচ্ছে, ততদিন তাঁরা আর একসঙ্গে স্ত্রিন শেয়ার করবেন না বলে স্থির করেছেন। জানা যাচ্ছে, অনস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন দর্শকের কতটা ভাল লাগছে, সেই সবদিক বিচার করে তবেই তাঁরা একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করার কথা ভাববেন। অর্থাত ব্রহ্মাস্ত্র মুক্তি পাওয়া না পর্যন্ত রণবীর কাপুর এবং আলিয়া ভাট, একসঙ্গে অন্য কোনও সিনেমায় একসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না।এদিকে বর্তমানে সামশেরার শ্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত রণবীর কাপুর। অন্যদিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির গাঙ্গুবাই এবং করণ জহরের তখত-এর প্রস্তুতি শুরু করছেন আলিয়া ভাট।

'মাসুদ রানা'' করছেন না শ্রদ্ধা

দুর্ধর্ষ থ্রিলার ''মাসুদ রানা'' সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন শ্রদ্ধা কাপুর। জাজ মাল্টিমিডিয়া এই ঘোষণা দেওয়ার পর গুঞ্জন রটেছিল, সিনেমাটির বিষয়ে নাকি শ্রদ্ধা জানেনই না। শেষ পর্যন্ত গুঞ্জনই সত্যি হলো। গতকাল শনিবার জাজ মাল্টিমিডিয়ার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়, ''মাসুদ রানা'' সিনেমায় অভিনয় করছেন না শ্রদ্ধা।জাজ মাল্টিমিডিয়া জানায়, শুটিংয়ের সময় পরিবর্তনের কারণে সিনেমাটিতে অভিনয় করতে পারবেন না শ্রদ্ধা কাপুর। বাংলাদেশে যৌথ প্রযোজনার নীতিমালা অত্যন্ত জটিল হওয়ার কারণে ''মাসুদ রানা''র জন্য এখনো সরকারের কাছে আবেদন করতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি।

অসহায় কুকুরছানাকে আশ্রয় দিয়ে প্রতিবেশীদের কটাক্ষের শিকার শ্রীলেখা

'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'' স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণী আদতে সমাজের কত জন আমরা ঠিক মানি? মানেন বইকী! তবে সেই সংখ্যাটাও খুবই কম। অন্তত সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য পশুপ্রেমীর সংখ্যা নেহাতই কম। তবে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। আর সেই জন্যই নিজের প্রতিবেশীদের কাছে কটাক্ষের শিকার হতে হল শ্রীলেখাকে।মাস খানেক আগেই বেহালার নতুন ফ্ল্যাটে সংসার সাজিয়েছেন টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র এবং তাঁর মেয়ে। নিঃসন্দেহে খুশির খবর। তবে বাদ সাধল শ্রীলেখার ''জীবে প্রেম''। কমপ্লেক্সের বাসিন্দাদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন অভিনেত্রী। তাঁর অপরাধ? ভালবেসে আশ্রয় দিয়েছিলেন দুটি রাস্তার কুকুর ছানা। ব্যস, সেই থেকেই বাঁধল হুলুস্থূল। কীভাবে? গোড়া থেকে বলা যাক তাহলে। শ্রীলেখা এবং তাঁর মেয়ে ভীষণ কুকুর পছন্দ করেন। কিছুদিন আগেই রাস্তার কুকুরছানাকে ঘরে তুলে নিয়ে আসেন তাঁর মেয়ে। আসলে ঠিক করে চোখ না ফোটায় গাড়ি চাপা পড়ে প্রায় মারাই গিয়েছিল দু''টি কুকুরছানা। অবহেলায় অসহায় অবস্থায় রাস্তায় পড়েছিল ওই মা কুকুর এবং তার দুই সদ্যোজাত। দেখে মায়ায় পড়ে যান অভিনেত্রীর মেয়ে। আর তা দেখেই কোনও কিছু না ভেবে রাস্তার ওই কুকুরছানা এবং তাদের মা''কে সোজা বাড়িতে নিয়ে চলে আসেন। কাউকে কিছু না বলেই শ্রীলেখা নিজের বিলাসবহুল কমপ্লেক্সের ভিতর আশ্রয় দেন তাদের। তাদের নাওয়া, খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্ব তুলে নেন নিজের কাঁধেই। আর এতেই ঘটেই বিপত্তি!কমপ্লেক্সের অন্যান্য আবাসিকরা বেজায় চটে যান টলিউড অভিনেত্রীর উপর।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনুন চুলের স্বাস্থ্য

মেথি-অলিভ অয়েল- বাজারে মেথি ও অলিভ ওয়েল সহজলভ্য। দুটি জিনিস কিনে এনে ঘরেই তৈরি করতে পারবেন এই হেয়ার প্যাক। অলিভ অয়েলের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হেয়ার ফলিকলে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায়। বাটিতে ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে মেথিগুঁড়ো মেশান। এই মিশ্রণ চুলে ও স্ক্যাল্পে লাগিয়ে রাখুন। শুকিয়ে গেলে হালকা শ্যাম্পু ও সামান্য উষ্ণ জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন।কলা-আমলকি-আমন্ড অয়েল- একটা পাকা কলা ভালো করে পেস্ট করে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল এবং ২ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে স্ক্যাল্প এবং চুলে লাগিয়ে নিন। ১৫-২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন।দই-অলিভ অয়েল-ডিম- ২ টেবিল চামচ দইয়ের সঙ্গে একটা ডিম ও ৩ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিন। এই প্যাক স্ক্যাল্প ও চুলে লাগিয়ে রাখুন ১৫-২০ মিনিট। সামান্য উষ্ণ জল ও শ্যাম্পু দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চাইলে কন্ডিশনারও লাগাতে পারেন।আমলকি-নারকেল তেল-অ্যালোভেরা- ২ টেবিল চামচ নারকেল তেলের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ আমলকি গুঁড়ো মেশান। এর মধ্যে অ্যালোভেরা জেল মেশান সব শেষে। স্ক্যাল্প ও চুলে ১৫-২০ মিনিট লাগিয়ে রেখে ধুয়ে ফেলুন।সহজলভ্য জিনিস দিয়ে ঘরে তৈরি এই প্যাকগুলো আপনার চুলের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনবে। এছাড়া উজ্জ্বলতাও ফিরে আসবে আগের মতোই।

বুধবার স্বর্গীয় শ্যামহরি শর্মার প্রয়াণ দিবসে বিজেপির কর্মকর্তারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপি প্রতিশ্রুতি পূরণ করলে রাষ্ট্রপতি শাসন এড়ানো যেত, আক্রমণ শিবসেনার

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): বিজেপি-শিবসেনার মধ্যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব ও বহু টানাপোড়েনের পর রাষ্ট্রপতি শাসনই জারি হয়ে গিয়েছে মহারাষ্ট্রেঊ মারাঠা-ভূমিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কেই কাঠগড়ায় তুলল শিবসেনাঊ শিবসেনার মতে, বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালন করলে এমন পরিস্থিতি এড়ানো যেতঊ বুধবার শিবসেনার দলীয় মুখপত্র 'সামনা'-য় বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে অভিযোগ করা হয়েছে, 'উভয় দলের পক্ষেই জনাদেশ ছিলঊ কিন্তু, তাঁরা (বিজেপি) একথা মানতে নারাজ, মহারাষ্ট্র ভূমির ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য আমরা ওই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। 'সামনা'-য় আরও অভিযোগ করা হয়েছে, শুধুমাত্র আমাদেরই কেন দায়ী করা হবে? বলা হয় আদর্শ এবং নৈতিকতার দল হল বিজেপি, তাহলে মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কেন অন্যথা হল? বিজেপি প্রতিশ্রুতি পালন করলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার মতো পরিস্থিতি এড়ানো যেত।

সমস্ত জল্পনার অবসান হয় মঙ্গলবার বিকেলেঊ রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় মারাঠা-ভূমিতেঊ ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনের বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দঊ যদিও এ নিয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছে বিরোধীরাঊ কংগ্রেসের প্রশ্ন, এনসিপি-কে দেওয়া নির্ধারিত সময়সীমার আগেই কীভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হল? সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে শিবসেনা।

সদ্যোজাতের শুভ কামনা মমতা-অভিষেক-রুজিরাকে অভিনন্দন রাজ্যপাল ও তাঁর স্ত্রীর

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): পুত্র সন্তানের বাবা হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলা এবং সদ্যোজাতের পিসি তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সুদেশ ধনকর। মঙ্গলবার দ্বিতীয়বার বাবা হন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এক মেয়ের পর এবার ছেলে হল তাঁর। পার্ক স্ট্রিটের ভাগীরথী নেওটিয়া হাসপাতালে তাঁর স্ত্রীর পুত্রসন্তান হয়। বুধবার এ কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যপাল।

সদ্যোজাতর সুস্বাস্থ্য, সুখ এবং সমৃদ্ধি কামনা করে রাজ্যপাল-দম্পতি ট্যুইটার হ্যান্ডেলে অভিষেক-রুজিরাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। লিখেছেন, আজানিয়া এবার একজন সঙ্গী পাবে। সূত্রের খবর, সদ্যোজাতের নাম রাখা হয়েছে অয়নশ, অর্থাৎ শুদ্ধ আলোয় সত্যের অভিষেক। নবাগতের আবির্ভাবে খুশি কালিঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরা। সরকারিভাবে আনন্দ প্রকাশ করে অভিষেকবাবু তাঁর সদ্যোজাত-সহ ছবি পোস্ট করেছেন ফেসবুকে। রাত ৮টা ৯ মিনিটে ওই পোস্টের পর ২৫ হাজার 'লাইক' পড়েছে। শুভকামনা এসেছে অজস্র।

উপ-নির্বাচনে লড়তে পারবেন 'বিদ্রোহী' বিধায়করা : সুপ্রিম রায়কে স্বাগত ইয়েদুরাপ্পার

নয়াদিল্লি ও বেঙ্গালুরু, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের ১৭ জন 'বিদ্রোহী' বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজের সিদ্ধান্ত (ততালীন কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার কে আর রমেশ কুমার বিধায়ক পদ খারিজ করেছিলেন) বহাল থাকলেও, আসন্ন উপ-নির্বাচনে তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনঊ বুধবার এই অনুমতি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের প্রেক্ষিতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, '১৭ জন বিধায়ক উপ-নির্বাচনে লড়তে পারবেন, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাচ্ছিঊ বৃহস্পতিবার আমরা সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে যাবোঊ আমি ১০১ শতাংশ নিশ্চিত, ১৭টি বিধানসভা আসনেই আমরা জয়ী হবঊ' কর্ণাটকের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে, ওই ১৭ জন 'বিদ্রোহী' বিধায়ক তাহলে কি এবার বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন? সাংবাদিকদের এমনই একটি প্রশ্নের উত্তরে ইয়েদুরাপ্পা বলেছেন, 'অপেক্ষা করুনঊ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব, জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গেও আলোচনা করবঊ শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সুপ্রিম রায়ের প্রেক্ষিতে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, এমনকি উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়াকেও স্বাগত জানাচ্ছিঊ যে সমস্ত বিধায়করা লোভে পড়ে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চেয়েছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা বড় শিক্ষাঊ' 'বিদ্রোহী বিধায়কদের মধ্যে একজন,এ এইচ বিশ্বনাথ জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছিঊ শীর্ষ আদালতের রায়ে আমাদের খুশি হওয়া উচিত।

পাখির চোখ পুরভোট, বুধবার বিজেপির পুরসভা অভিযান

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): হাতে আর মাত্র কয়েক মাস। তারপরই কলকাতা পুরনিগমের ভোট। বঙ্গে বিজেপির শক্তি পরীক্ষায় ২০১৯-এর লোকসভা ভোট যদি কোয়ার্টার ফাইনাল হয়ে থাকে, তবে একুশে বিধানসভা নির্বাচন ফাইনাল। এর আগে ২০২০-র পুরভোট নিঃসন্দেহে সেমিফাইনাল তো বটেই। আর লড়াইয়ের ময়দানে এক ইঞ্চিও যাতে ফাঁক থেকে না যায়, তা নিয়ে তৎপর বিজেপি। বুধবার একগুচ্ছ ইস্যুতে কলকাতা পুরসভা ঘেরাও করবে বিজেপির যুব সংগঠন।

এই অভিযানকে ঘিরে গন্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে। লড়াইয়ের ময়দানে এবার মূলত ডেঙ্গিকে হাতিয়ার করে মাঠে নামছে বঙ্গ বিজেপি। এ ছাড়াও রয়েছে পার্কিং ব্যবস্থা দুর্নীতিমুক্ত করা, জলকর প্রত্যাহার, পুর-দুর্নীতি দমন, কলকাতাকে তারের জটমুক্ত করা প্রভৃতি। দুপুরে বিজেপি রাজ্য দফতর থেকে মিছিল শুরু হওয়ার কথা। মিছিলের নেতৃত্বে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ থাকবেন। এই অভিযানের ডাক দিয়েছে দলের যুব মোর্চা। রাজ্য বিজেপি দফতরে গত শুক্রবার মোর্চার জাতীয় সম্পাদক সৌরভ শিকদার এবং রাজ্য সভাপতি দেবজিৎ সরকার এক সাংবাদিক বৈঠকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, মিছিল আটকানোর চেষ্টা হলে যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তার দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবে, অনড় সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে মহারাষ্ট্রেঊ মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-কেই কাঠগড়ায় তুলেছে শিবসেনাঊ এত কিছুর পরও মারাঠা-ভূমিতে শিবসৈনিক মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় শিবসেনাঊ বুধবার শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত ফের জানালেন, মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবে।

শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে সোমবার এবং মঙ্গলবার, পরপর দু'দিন মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিতাধীন ছিলেন শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউতঊ সুস্থ হয়ে ওঠার পর বুধবারই লীলাবতী হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয় সঞ্জয় রাউতকেঊ এদিন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, 'মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শিবসেনা থেকেই হবেঊ' হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগে এদিন সকালে লীলাবতী হাসপাতালে গিয়ে সঞ্জয় রাউতের সঙ্গে দেখা করেন মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতারাঊ চিকিৎসকরা আপাতত সঞ্জয়কে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মিউটেশন সার্টিফিকেট ছাড়াই বাড়ির নকশা অনুমোদিত হবে, নয়া নিয়ম আনছে কলকাতা পুরসভা

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): নতুন বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবনা চিন্তা করছে কলকাতা পৌরনিগম। কলকাতা পৌরনিগম সংযুক্ত এলাকার ১০১ থেকে ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই সুবিধা পাবেন বলেই সূত্রের খবরঊ এতদিন এই ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দাদের নতুন বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনের জন্য ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিকের দেওয়া মিউটেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে হত। এবার থেকে ২১০ বর্গ মিটার পর্যন্ত জমিতে কেউ বাড়ি করতে চাইলে সে বাড়ির নকশা অনুমোদনের জন্য মিউটেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক না করার কথা ভাবছে কলকাতা পৌরনিগম। সম্প্রতি মেয়র পারিষদের বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করেছে। আগামী শুক্রবার পুরসভার আসন্ন মাসিক অধিবেশনে এই প্রস্তাব পেশ করা হবে।

পুরসভার এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে,

ছয়ের পাতায়

শিবসাগরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দু-দুটি বুনো হাতির মৃত্যু, তদন্তের নির্দেশ

শিবসাগর (অসম), ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : শিবসাগরের চরগুয়া গ্রামে দু-দুটি বুনো হাতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে সংঘটিত হলে বষয়টি নজরে পড়ে আজ বুধবার সকালে। হাতির মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ডিএফও।

বুধবার সকালে চরগুয়া গ্রামের মানুষ ধানখেতে একটি বুনো হাতির মৃতদেহ দেখেন। এর খানিক দূরে আরেকটি হাতির মৃতদেহ দেখে হতবাক হয়ে যান তাঁরা। ইত্যবসরে এই ঘটনা গোটা গ্রামে চাউর হয়ে যায়।

জমায়েত হতে থাকেন কাতারে কাতারে মানুষ। খবর যায় বন দফতরে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা ছুটে এসে প্রাথমিক তদন্ত করে হাতি দুটির মৃত্যু বিদ্যুস্পৃষ্টের ফলে হয়েছে বলে নিশ্চিত হন। তাঁরা খবর দেন পুলিশকে।

জানা গেছে, প্রায় প্রতিদিন বুনো হাতির দল চরগুয়া, মাজুমেলিয়া প্রভৃতি গ্রামের ধান খেতে পড়ে চাষিদের উৎপাদিত ফসল খেয়ে তছনছ করে।

তাই হাতির আনাগোনা রোধ করতে কেউ কেউ খেতের চারপাশে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার সংযোগ করেন। ওই তারের সংস্পর্শে এসে দুটি হাতির করুণ মৃত্যু হয়েছে।

দুই বনজ সম্পদের মৃত্যুর খবর বন দফতর থেকে জেলা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে। ওই খবরের ওপর ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার।

বুধবার ডিজাস্টআর ম্যানেজম্যান্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

রাজৌরিতে ফের সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন পাক সেনাবাহিনীর, পাল্টা গুলি চালিয়ে যোগ্য জবাব ভারতের

জম্মু, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পুনরায় আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ ফের পাক সেনাবাহিনীর নিশানায় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলাঊ বুধবার সকাল সাতটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার কেরি গ্রামে গুলিবর্ষণ করে পাক সেনাবাহিনীঊ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনির পাশাপাশি জনবসতিপূর্ণ এলাকা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীঊ কালবিলম্ব না করে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বুধবার সকাল সাতটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার কেরি গ্রামে সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে গুলিবর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ পাল্টা গুলি চালিয়ে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক-হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ তবে, পাক সেনাবাহিনীর লাগাতার হামলার জেরে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গ্রামে বসবাসকারী সাধারণ মানুষজন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচন, লোহারদাগা আসনের বিজেপি প্রার্থী সুখদেব ভগত

রাঁচি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): খুব বেশি দিন আর বাকি নেইঊ আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ঝাড়খণ্ডে পাঁচ দফায় বিধানসভা ভোটঊ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বরঊ ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা বিধানসভা আসনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র পক্ষ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সুখদেব ভগতকেঊ বুধবারই লোহারদাগা (এসসি) বিধানসভা আসনের প্রার্থী হিসেবে সুখদেব ভগতের নাম ঘোষণা করা হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকেঊ লোহারদাগা (এসসি) বিধানসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে প্রথম দফায়, ৩০ নভেম্বর।

প্রসঙ্গত, ঝাড়খণ্ডে প্রথম দফার ভোট হবে ৩০ নভেম্বরঊ দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ৭ ডিসেম্বরঊ তৃতীয় দফার ভোট হবে ১২ ডিসেম্বরঊ চতুর্থ দফার ভোট হবে ১৬ ডিসেম্বর এবং পঞ্চম তথা শেষ দফার ভোট হবে ২০ ডিসেম্বরঊ ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে ২৩ ডিসেম্বর।

সুপ্রিম কোর্টে বায়ুদূষণ মামলা : ৪ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত এডিই তথ্য প্রদান করতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): মাত্রাতিরিক্ত দূষণ ঠেকাতে গত ৪ নভেম্বর থেকে দিল্লিতে চালু হয় জোড়-বিজোড় নীতিঊ গত ৪ নভেম্বর থেকে চালু হওয়া জোড়-বিজোড় নীতি আগামী ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবেঊ কিন্তু, অরবিন্দ কেজরিওয়াল সরকারের জোড়-বিজোড় নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলাঊ সেই মামলায় দিল্লি সরকারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্টঊ জোড়-বিজোড় নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আইনজীবী সঞ্জীব কুমারের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় বুধবার কেজরিওয়াল সরকারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্টঊ এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ১৫ নভেম্বর, শুক্রবার।

এছাড়াও বায়ুদূষণ মামলায়, জোড়-বিজোড় নীতি চালু হওয়ার দিন থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স (একিউআই) তথ্য প্রদান করার জন্য দিল্লি সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালতঊ দিল্লি সরকার ছাড়াও কেন্দ্রীয় দূষণ কন্টোল পর্ষদকেও গত ১ অক্টোবর থেকে আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স তথ্য প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

বুধবার ভোর থেকেই ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল দিল্লি-এনসিআরঊ বাতাসের মান পৌছে যায় ভয়ঙ্কর পর্যায়েঊ দূষণ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ ১৫ নভেম্বরই শেষ হচ্ছে দিল্লি সরকারের জোড়-বিজোড় নীতিঊ তাহলে কি জোড়-বিজোড় নীতির সময়সীমা আরও বাড়ানো হবে? অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, 'প্রয়োজন হলে জোড়-বিজোড় নীতির সময়সীমা আমরা বাড়াতে পারি।

বুনো হাতির আতংক, বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষ, গ্রাম ছাড়া বহু

তামুলপুর (অসম), ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের বাকসা জেলার অন্তর্গত তামুলপুর মহকুমার ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী নাগ্রিজুলি-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ বুনো হাতির আতংকে বিনীদ্র রজনী নির্বাহ করছেন। প্রায় প্রতিদিন রাতে বুনো হাতির উপদ্রব নিয়মে পরিণত হওয়াই আতংকের কারণ।

ভুক্তভোগী গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দারা জানান, ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী বনাঞ্চল সংকুচিত হয়ে পড়েছে। ফলে জঙ্গল থেকে জনপদে নেমে আসে হাতির বিশাল বিশাল দল। খাদ্যের সন্ধানে হাতিরা পাহাড় থেকে নেমে প্রতি রাতে গ্রামের জনবসতি এলাকায় এসে হামলা চালায়। তাঁদের কাছে জানা গেছে, কখনও যদি হাতির হামলায় মানুষ মারা যান, উলটো কখনও মানুষের নৃশংসতার বলি হয়ে হাতিও মারা যাচ্ছে। বুনো হাতির দল প্রত্যক দিনই নাগ্রিজুলির বৃহত্তর এলাকার ধান খেতে পড়ে উৎপাদিত ফসল খেয়ে সাবাড় করে তছনছ করে দিচ্ছে।

গ্রামের মানুষ জানান, গত রবিবার থেকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত বুনো হাতির এক বিশাল দল জয়পুর ও বাল্টিপার গ্রামে হানা দিয়ে বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ওই দুই গ্রামের মানুষ হাতির আতংকে আজও গ্রামছাড়া। ভুক্তভোগীরা জানান, হাতির দলটি গ্রামের জনৈক সূর্য দাস, সন্তোষ বালা, মিঠুন বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাস-সহ আরও কয়েকজনের বসতঘর ভেঙে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। ঘরে মজুত চাল-ধান খেয়ে সাবাড় করা ছাড়াও বাড়িঘরের অসংখ্য সুপারি, নারিকেল, কলা গাছের বাগান তছনছ করেছে। ভুক্তভোগী সূর্য দাস জানান তাঁর এবং অন্য গৃহস্থদের বাড়িঘরে হামলা চালিয়ে তাঁদের বিছানা, অন্যান্য আসবাবপত্র, বাসন ইত্যাদিও গুড়িয়ে দিয়েছে হাতির দল।

হাতির হামলায় নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সৌভাগ্যবলে প্রাণরক্ষা পেয়েছেন দুই শিশু-সহ এক মহিলা। তাঁরা পালিয়ে কোনওরকমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন। তাছাড়া বাল্টিপার গ্রামের আরেক বাসিন্দা রামিলা দাসের গরিব মহিলার রান্না ঘর ভেঙে ভিতরে মজুত তাঁর সামান্য চাল খেয়ে ফেলেছে হাতিরা। তবে তাদের হামলা থেকে তিনি এবং তাঁর তিন মেয়ে ও শাশুড়ি সৌভাগ্য বলে প্রাণে বেঁচেছেন।

সূর্য দাস, সন্তোষ বালা, মিঠুন

ছয়ের পাতায়

শুক্রবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

কলকাতায় সমাবেশ করবে আমরা বাঙালী

আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। বাঙালী বা এদেশে কোন উড়ে আসা জুড়ে জাতি নয়। অবিভক্ত ভারতবর্ষের মূল অধিবাসী হচ্ছে বাঙালীরা। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ত্যাগ তিতিক্ষা থেকে শুরু করে সমস্ত উন্নয়ন কর্মযজ্ঞকেই বাঙালীদের অবস্থান বরাবরই সবার সামনের সারিতে এটাই ইতিহাস। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এত কিছুর পর বর্তমান ভারতবর্ষে দেশভাগের বলি বাঙালীদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। রাজ্যে রাজ্যে বিভিন্ন বিধি বা আইনের মাধ্যমে বাঙালীর ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভূমির অধিকার থেকে শুরু করে সাংবিধানিক মৌল অধিকারকেই এখন হরণ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে এনআরসি নামক এক নতুন ফরমানের মাধ্যমে যার বলি হয়ে অসমে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ভবিষ্যত চিরতরে অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ও ভারতের মাটিতে বাঙালীর সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা বাঙালী দল অসম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা বাঙালীস্তান এলাকায় আন্দোলন করে যাচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে আগামী ১৬ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা শহরে আমরা বাঙালী কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে এক বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সমাবেশকে সর্বাত্মক সফল করে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি সকলের সহযোগীতা চেয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ত্রিপুরা থেকেও একদন প্রতিনিধি উক্ত সমাবেশে যোগদান করবেন বলে দলের রাজ্য সচিব হরিগোপাল দেবনাথ প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বট গাছের

● প্রথম পাতার পর

অনুমান ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছেন। তবে, অপেক্ষাকৃত জনবহুল এলাকায় ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা কিভাবে করলেন তা যথেষ্ট সন্দেহজনক। এদিকে, ব্যক্তির মৃত্যুতে তার স্ত্রী ও দুই কন্যা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। সাথে তারা ভবিষ্যৎ নিয়েও দুঃশ্চিন্তায় পড়েছেন। কারণ, তিনি পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি ছিলেন।

বাগিচা

● প্রথম পাতার পর

জরুরি। কিন্তু, কমলা গাছ পরিচর্যার ক্ষেত্রে জলের অভাব অন্যতম প্রধান সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, জম্পুই হিল থেকে সমতলের দিকে ১০টি গ্রামে কমলার ফলন হচ্ছিল। ওই সমস্ত গ্রামে কমলা গাছে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন একটি গ্রামে রোগের পরিচর্যা করলে যথেষ্ট নয়। কারণ ওই রোগ বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তাই, জম্পুইয়ে কমলাচাষীরা বিকল্প চাষাবাদের দিকে ঝুঁকেছেন।

এদিন, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, জম্পুইয়ে পুনরায় কমলার ফলন বাড়ানোর লক্ষ্যে ৫ হেক্টর জমিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হবে। কৃষি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে যারা কমলা চাষে আগ্রহ দেখাবেন তাদেরকে সরকারি সুযোগ সুবিধা দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে রাজ্য সরকারের।

কলকাতা পুরসভা

পাচের পাতার পর

যে জমিতে বাড়ি তৈরি হবে তার মধ্যে জলাশয় থাকলে বাড়ি তৈরির অনুমোদন পাওয়া যাবে না। ইস্ট কলকাতা ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটি-র আওতায় থাকা কোনও জমিতে বাড়ি তৈরির অনুমোদন পাওয়া যাবে না। যে জমিতে বাড়ি তৈরি হবে পুরসভার মূল্যায়নে সেই জমিতে বিল, পুকুর বা পুকুর পাড় নথিভুক্ত থাকলে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ এর তরফ থেকে সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে সেই তথ্য জানানো হবে।সেই জমি সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকলে তথ্য পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককে তা পুরসভাকে জানাতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিককের কাছ থেকে জমি সম্পর্কে এনওসি পাওয়া গেলেই পুরসভা বাড়ির নকশা অনুমো

জরুরী পরিষেবা

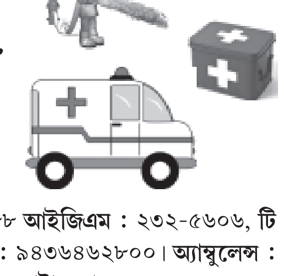

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সেল

● প্রথম পাতার পর

ঘটনা ই-মেইল মারফৎ জাতীয় মাণবাধিকার কমিশনে জানানো যায়। এবিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য কংগ্রেসের ত্রিপুরা প্রদেশ বিচার বিভাগের চেয়ারম্যান সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গ্রাম ছাড়া বহু

পাচের পাতার পর

বিশ্বাস, অনন্ত বিশ্বাসরা জানান, গত মাস-তিনেক থেকে এলাকার প্রায় সব গ্রামের মানুষ পালা করে হাতির দল তাড়াতে আগুনের মশাল, বাজিপটকা পুড়িয়ে, টিন বাজিয়ে থাকেন। এতে কখনও তাঁরা সফল হন, আবার বিফলও হন। গোটা রাতে গ্রামে উপদ্রব সৃষ্টি করে ভোর হলে ফের হাতির দল জঙ্গলমুখো হয়ে যায়।

এদিকে বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পরিমল শীল জানান, গতকাল তিনি জয়পুর গ্রামে ভুক্তভোগীদের খবর নিয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের খোঁজ নিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি আজ বাকসা-র ডিএফও-র সঙ্গে বৈঠক করে ভুক্তভোগীদের হাতির হামলা থেকে রক্ষা করার আবেদন জানাবেন। শীলের অভিযোগ, কিছু সংখ্যক মানুষ বন ধ্বংস করার ফলে হাতির উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যের সন্ধানে পাহাড় ছেড়ে লোকালয়ে চলে আসে তারা। তামুলপুর মহকুমায় ব্যাপকহারে কাঠ চেরাই মিলের জন্যই আজ বনাঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। শীঘ্র এই এলাকার অবৈধ কাঠ চেরাই মিলগুলো বন্ধ করার দাবি তিনি ডিএফও-র কাছে জানাবেন বলে জানান বাঙালি যুব ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি পরিমল শীল। উল্লেখ্য, গত ৩১ অক্টোবর রাতে নাগ্রিজুলির জয়পুর গ্রামে বুনো হাতির এক দল ৮০ বছর বয়সি কৃষক জনৈক নরেশ মণ্ডলকে পিষে মেরে ফেলেছিল।

ফখরুল

তিনের পাতার পর

ডাকাতির লড়াইয়ের সঙ্গে নিয়ে তাদেরকে তারা সংসদে নিয়ে এসছে।তাদেরই (স্বৈরাচারের দল) মহাসচিব (মশিউর রহমান রাঙ্গাঁ) সেই গণতন্ত্রকে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে গত কয়েক দিন আগে আক্রমণ করেছেন। আমাদের প্রিয় শহীদ নূর হোসেন, যিনি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের প্রতীক ছিলেন, তার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছিলেন যে কথাগুলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক শিষ্টাচারবর্হিভূত, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পুরোপুরিভাবে অপমান করা, বাংলাদেশের মানুষকে, জনগনকে অপমান করা।আমরা এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছি। আমরা মনে করি, এটা প্রকাশ্যে ও পার্লামেন্টে সব জায়গায় তার ক্ষমা চাওয়া উচিত এই কথাগুলো বলার জন্য। খালেদা জিয়ার মুক্তি আন্দোলন নিয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন,আমরা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলনকে আরও বেগবান করব, আরও তীব্র করব।

শেখ হাসিনা

তিনের পাতার পর

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রাজ্যগুলোতে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর।তিনি বলেন,বাংলাদেশ থেকে ভারতের ত্রিপুরায় বাল্ক এলপিজি রপ্তানির কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আমাদের বেসরকারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বিদেশ হতে আমদানি করা এলজিপি গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে ভারতে রপ্তানি করে মুনাফা অর্জন করতে পারবে। এতে বাংলাদেশে কোনো ধরনের জ্বালানি সমস্যার সৃষ্টি তো হবেই না, উপরন্তু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আরও একটি নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারত থেকে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির জন্য এসওপি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ফলে ভারত আমদানি-রপ্তানির জন্য এ বন্দর দুটি ব্যবহার করতে পারবেন। যা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক।অদূর ভবিষ্যতে ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটান আমাদের বন্দর ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণ করবে আশা করি। এমনকি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলো এ বন্দর দুটি ব্যবহার করতে চাইলে স্বাগত জানাবো।

ওবায়দুল কাদের

তিনের পাতার পর

রাজনীতিকে তিনি পণ্য মনে করেননি। অনেকে রাজনীতিকে কেনা-বেচার পণ্য মনে করেন। বাবু ভাই সেটা করেননি। তিনি জনগণের পাশে ছিলেন।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি তার ভালোবাসার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বাবু ভাইয়ের মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম শোকের দরিয়া হয়ে গিয়েছিল। তিনি মানুষকে ভালোবেসে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, মানুষ তার মৃত্যুপরও তাকে ভালোবেসে তার ভালোবাসার প্রতিদান দিচ্ছে।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনাকে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। চট্টগ্রামে মহিউদ্দিন চৌধুরী যখন মেয়র নির্বাচন করেন, তখন প্রচন্ড রৌদের মধ্যে লিফলেট নিয়ে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে ক্যাম্পেইন করেছেন তিনি। আজকে আমরা পোস্টার লাগাতে, লিফলেট বিতরণ করতে লজ্জাবোধ করি। কিন্তু বাবু ভাইয়ের সেই অহংবোধ ছিল না, অহমিকা ছিল না।

বিশ্ব ব্যাংক

তিনের পাতার পর

কম দামে পণ্য দিতে পারে তারা সেই দেশ থেকেই পণ্য কেনে। রপ্তানি বাড়িয়ে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যেতে বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, কম খরচের পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।রপ্তানি পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থাসহ ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করে বিনিয়োগ ও রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিনে মার্সিয়া টেম্বন। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে মসৃণভাবে নিরবচ্ছিন্ন পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মশিউর রহমান বলেন,সরকার দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে নানামুখী চেষ্টা করছে। সম্প্রতি ভারতের আসামে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে।আমরা মনে করি, শুধু পর্যটন শিল্প নয় সকল ধরনের যোগাযোগ বিশেষ করে রপ্তানিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, ভারত সরকার চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারের একটি প্রস্তাব দিয়েছে। তবে ওই প্রস্তাব এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।সেমিনারে প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে ম্যাটিয়াস হেরেরা ড্যাপে বলেন, বর্তমানে কম খরচে এবং কম সময়ে রপ্তানি পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা রপ্তানি সক্ষমতার খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।সড়ক, রেল ও জলপথ এই তিন খাতেই পণ্য পরিবহণে মসৃণ অবকাঠামো তৈরি করতে হবে।তিনি বলেন,বর্তমানে বাংলাদেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় পণ্য পরিবহনের সময় ও ব্যয়- দুটোই বেশি। যেমন একটি ট্রাক ঢাকা থেকে পণ্য নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে অনেক যানজট পেরিয়ে পৌঁছালেও এতে ব্যয় হচ্ছে অনেক বেশি।কারণ এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৩৫ শতাংশ ট্রাককে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ঢাকায় আবার খালি ফেরত আসতে হচ্ছে। বন্দর, উদ্যোক্তা ও পরবিহন ব্যবস্থার সমন্বয় না থাকার কারণে এমনটা হচ্ছে।

পণ্য পরিবহন সহজ করতে রেলপথ ও নৌপথের অবকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ দিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের এই অর্থনীতিবিদ বলেন,পণ্য পরিবহনে টেকসই ব্যবস্থা হচ্ছে রেল যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও চট্টগ্রামের সঙ্গে রেল পরিবহনের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এক্ষেত্রে পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়ছে।এছাড়া পণ্য পরিবহনে সবচেয়ে সাশ্রয়ী ব্যবস্থা হচ্ছে জলপথ। এ পথে কম খরচে ও যথা সময়ে রপ্তানি পণ্য গন্তব্যে পৌঁছানো যায়। তাই বাংলাদেশ সরকারকে দেশের প্রয়োজনীয় স্থানগুলো যাচাই-বাছাই করে নৌ অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

সাংবাদিক

● প্রথম পাতার পর

আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ওই সময় রাজ্যে চলছিল বিধানসভা নির্বাচনের দামামা। তখন বিজেপি নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যা মামলার সিবিআই তদন্ত দেওয়া হবে। নির্বাচনে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় আসে। তারপর শুরু হয় সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিক হত্যা মামলার তদন্তের ভার সিবিআই'র হাতে দেয় নতুন বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। সেই মোতাবেক সরকার গড়ার প্রায় কুড়ি মাস পর সিবিআই এই মামলার তদন্তে রাজ্যে আসে।

রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

সন্ধ্যায়।

ট্রাফিক পুলিশের হয়রানির প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেন এলাকার লোকজন। ট্রফিক পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ কারণে অকারণে দ্বিচক্রযান চালকদের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ভিড় তৈরী করেছে। তাতে আইন লঙ্ঘনকারী কিছু বখাটে যুবক বাইক নিয়ে পালাতে গিয়ে দূর্ঘটনার মুখে পড়ছে। এদিন সন্ধ্যায় ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় বেশ কয়েকটি দূর্ঘটনা ঘটেছে। তাতে এক শিশু মামরাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তাকে জিবি হাসপাতালে পেৌছানো হয়েছে। তাতেই জনগণ ক্ষুব্ধ হয়ে রাস্তায় নামে। পরিস্থিতি মুহুর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরে এনসিসি থানার পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশের পদস্থ আধিকারীকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

চরমে

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপালাতে ২টি সিটি স্ক্যান মেশিন থাকলেও সেগুলো অকেজু হয়ে পড়েছে। জরুরি ভিত্তিতে সারাইয়ের কোন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। গত ৪-৫ দিন ধরে রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা সিটি স্ক্যান করাতে গিয়ে বিমুখ হয়ে ফিলতে বাধ্য হচ্ছেন। তাতে দুর্ভোগ বাড়ছে রোগীদের। অবিলম্বের সিটি স্ক্যান মেশিন সারাইয়ের দাবি জানিয়েছেন রোগী ও তাদের পরিবারের লোকজনরা। কতৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই সিটি স্ক্যান মেশিনগুলো দ্রুত সারাই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। সরকারী হাসপাতালে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সিটি স্ক্যান করানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন রোগীরা। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রোগীদের পকেট কাটছে বলেও অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সোসাইটি রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এইডস রোগকে নির্মূল করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল এইডস কন্টোল প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন ট্রাক সিণ্ডিকেটগুলিতে ইতিমধ্যেই সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান সংগঠিত করা হয়েছে। ডা. রুদ্রপাল আরও জানান, এইচ আই ভি আক্রান্তদের রক্ত পরীক্ষা এবং যথাযথ কাউন্সেলিং করার উদ্দেশ্যে রাজ্যে বর্তমানে ২৪টি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এণ্ড টেস্টিং সেন্টার (আই সি টি সি) এবং ১৩২টি ফ্যাসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সেলিং এণ্ড টেস্টিং সেন্টার (এফ আই সি টি সি) রয়েছে। এইচ আই ভি আক্রান্তদের থ্যারাপির মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে রাজ্যে বর্তমানে ৪টি ওপিয়ড সাবস্টিটিউট থ্যারাপি (ও এস ডি) সেন্টার রয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্যে ২৯টি রেড রিবন ক্লাব রয়েছে।

সভায় এছাড়াও এইচ আই ভি আক্রান্ত শিশুদের জন্য হোম স্থাপন, ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন, ড্রাগ আসক্ত রোগীদের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন, আরও একটি মোবাইল আই সি টি সি ভ্যান চালু ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এরমধ্যে এইচ আই ভি আক্রান্ত শিশুদের হোম স্থাপন ও ড্রাগ আসক্ত রোগীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সভায় উপস্থিত সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমাকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়াও এ বছর ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুরে আয়োজন করার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ত্রিপুরার মধ্যে এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বেশি উত্তর ত্রিপুরায়। রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানটি আয়োজন করার এক সপ্তাহ আগে থেকেই জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, সোস্যাল মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার অভিযানের উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই অনুষ্ঠান আয়োজন সার্থক হবে।

জালে তিন

● প্রথম পাতার পর

মর্গে গিয়ে মৃতদেহটি দেখে শনাক্ত করেন। মৃত যুবক প্রাণকান্ত দাসের বোন অর্চনা দাস জানান, তাঁরা দুই ভাই ও দুই বোন। বছর দুয়েক আগে মা মারা যান। বাবা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত। বর্তমানে তাঁরা নিজের গ্রাম ছেড়ে পশ্চিম পানিসাগরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ছোট বোনের বাড়িতে বাবা ও ছোট ভাই প্রাণকান্তকে নিয়ে বসবাস করতেন। মাঝে-মধ্যে বজেন্দ্রনগরের তাঁতিপাড়ার বাড়িতে এসে প্রাণকান্ত দেখাশোনা করে যেতেন।

বোন অর্চনা আরও জানান, বড় ভাই সৌদি আরবে কর্মরত। বেশ কয়েক বছর আগে দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। ছোট ভাই প্রাণকান্ত দাসও সৌদি আরবে থাকত। কিন্তু বছর দুয়েক আগে সে সৌদি আরব থেকে বাড়িতে এসে আর যায়নি। প্রাণকান্ত অসুস্থ বাবা ও বজেন্দ্রনগরের বাড়ি দেখাশোনা করত। মাঝেমধ্যে কাঠমিস্ত্রির কাজ করে নিজের পরিবার প্রতিপালন করত সে।

গত ৮ নভেম্বর শুক্রবার প্রাণকান্ত পশ্চিম পানিসাগরের বোনের বাড়ি থেকে বজেন্দ্রনগরে নিজেদের বাড়িতে আসে, দেখাশুনার জন্য। কিন্তু আর ফিরে যায়নি। বোন ও আত্মীয় পরিজনদের ধারণা ছিল, হয়ত-বা সে বজেন্দ্রনগরের বাড়িতে রয়ে গিয়েছে। বজেন্দ্রনগর এলাকাটি ভারত-বাংলা সীমান্তে হওয়ায় মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় ফোনেও যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছিল না।

অর্চনা বলেন, গতকাল অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে তারা প্রাণকান্তের সাথে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু নেটওয়ার্কের গোলযোগে সা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। প্রাণকান্তের বোন কাঁদতে কাঁদতে আরও জানান, তাদের বজেন্দ্রনগরের বাড়ির পাশে জনৈক শচীন্দ্র তাঁতির ছেলে নিবোধ তাঁতির জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল বহুদিন ধরে। তাই তিনি ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য পাশের বাড়ির নিবোধ তাঁতিদের প্রতি সন্দেহ ব্যক্ত করছেন। এই সন্দেহের বশে প্রাণকান্তের বোন অর্চনা দাস কদমতলা থানায় নিবোধ তাঁতির বিরুদ্ধে গতকাল এক এজাহার দায়ের করেছিলেন।

অর্চনা দাসের অভিযোগের ভিত্তিতে কদমতলা থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় ৬১/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে আজত্বে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

এদিকে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত তিন অভিযুক্ত নাকি প্রাণকান্ত দাসকে খুন করেছে বলে স্বীকার করেছে। এই হত্যাকাণ্ডে অপর দুই ব্যক্তি প্রয়াত বাদল তাঁতির ছেলে মদন তাঁতি এবং রতন দে-র ছেলে রবি দে-ও জড়িত বলে ধৃতরা নাকি জানিয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের ধারণা, জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে খুনের কাণ্ডটি ঘটেছে বলে মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করা হলেও এ ঘটনার নেপথ্যে অন্য কারণ রয়েছে। জানা গেছে, ধৃত নিবোদ তাঁতির মেয়ের সঙ্গে বহুদিন ধরে প্রাণকান্তের গোপন প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বিষয়টি তাঁতি পরিবারের সদস্যরা মেনে উঠতে পারেননি। এই সূত্র ধরে নিবোদ, বিজন, গোবিন্দ-সহ আরও দুই ব্যক্তি মিলে পরিকল্পনা করে প্রাণকান্তকে নেশাগ্রস্ত করে শুক্রবার মধ্যরাতে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে তার গোপনাঙ্গ থেঁতলে দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করেছিল।

নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেবেন্দ্র ফড়নবিশে নাম ঘোষণা করা হয়েছিল, দাবি অমিতের

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক জট নিয়ে অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন বিজেপি সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

বুধবার নীরবতা ভঙ্গ করে অমিত শাহ দাবি করেছেন যে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জনসভায় যখন প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি নিজে জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে রাজ্যের ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসবেন দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তখন এর প্রতিবাদ কেউ করেনি। অমিত শাহ আরও দাবি করেছেন যে শিবসেনা নতুন করে এই দাবি করছে। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে বিজেপি এই দাবি কোনও ভাবেই মেনে নেবে না।

রাজ্যে সরকার গঠন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় রাজ্যপাল দেয়নি বলে শিবসেনা দাবি করেছে। এর উত্তরে অমিত শাহ জানিয়েছেন, এর আগে কোনও অন্য কোনও রাজ্যে সরকার গড়ার জন্য এত সময় দেওয়া হয়নি। এখানে ১৮দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। বিধানসভার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরই রাজ্যপাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে সরকার গড়ার জন্য ডাকে। কিন্তু কোনও দলই সরকার গঠনের জন্য এগিয়ে আসেনি। সরকার গঠন করতে চাইছে রাজনৈতিক দলগুলি রাজ্যপালের কাছে যেতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেন রাজ্যপাল।

পুলওয়ামার ত্রালে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারালেন স্থানীয় এক দোকানদার

পুলওয়ামা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : ফের উত্তপ্ত উপত্যকা। সন্ত্রাসবাদীদের গুলি প্রাণ হারালেন এক স্থানীয় দোকানদার। বুধবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চের ত্রালে। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় জঙ্গিরা।

জঙ্গি হামলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য পুলিশ, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফের যৌথবাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। গোটা এলাকা ঘিরে ধরে চলছে চিরুনি তল্লাশি অভিযান। এখনও পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কোনও জঙ্গিকে গ্রেফতার করতে পারেনি যৌথবাহিনী। মৃত দোকানদারের দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দোকানদারকে হত্যা করার পর স্থানীয় বাসিন্দাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে জঙ্গিরা। অন্যদিকে রাজৌরি সেক্টরে ফের সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে চলে গোলাবর্ষণ। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারতীয় সেনা। মঙ্গলবার পুঞ্চেও সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছিল পাকিস্তান।

কুলভূষণকে অসামরিক আদালতে আবেদনের সুযোগ, সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের

ইসলামাবাদ, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : অবশেষে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে মাথা নত করল পাকিস্তান। এবার সেনা আইনে সংশোধন এনে কুলভূষণ যাদবকে অসামরিক আদালতে আবেদন করার সুযোগ দেবে ইসলামাবাদ। বুধবার এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার প্রাক্তন অফিসার কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে পাকিস্তানের সেনা আদালত। ওই দেশের বর্তমান আইন অনুযায়ী তাঁর আবেদন করার সুযোগ নেই। গত জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত ভারতকে কনসুলার অ্যাকসেস দেয় এবং পাকিস্তানের কাছে কুলভূষণের মৃত্যুদণ্ডের রায়কে পুনর্বিবেচনা করার আবেদন জানায়। পাক সংবাদমাধ্যমের দাবি, পাকিস্তান আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতের সঙ্গে সহযোগিতা করে সেনা আইনে পরিবর্তন করতে চলেছে। ফলে অসামরিক আদালত আবেদন করার সুযোগ পাবেন কুলভূষণ যাদব। এই মামলাটির বিচার সেনা আদালতে হয়েছে। এবং সেনা আইন অনুযায়ী এই ধরনের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আবেদনের সুযোগ দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের তিন মার্চ বালুচিস্তান থেকে চরবৃত্তির অভিযোগে কুলভূষণ যাদবকে গ্রেপ্তার করেছিল পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনী। তারপর সেনা আদালতে তাঁর বিচার করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন করে ভারত। গত জুলাই মাসে এই সংক্রান্ত ভোটে ১৫-১ ভোটে হেরে যায় পাকিস্তান। তবে স্বরূপ প্রকাশ করে কয়েকদিন আগেই কুলভূষণকে দ্বিতীয় কনসুলার অ্যাকসেস দেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয় পাকিস্তান।

শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের বৈঠক

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্র সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির এখনও পরিবর্তন ঘটেনি। তবে এরমধ্যে মঙ্গলবার গভীর রাতে শিবসেনা সুপ্রিমো উদ্ধব ঠাকরে কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের মধ্যে পরবর্তী রণনীতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই আলোচনা মুম্বইয়ের নামী ট্রাইডেন্ট হোটেল তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। দুজনের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টার মতন আলোচনা হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে কোন পক্ষই মুখ খুলতে নারাজ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে এই আলোচনা সরকার গঠন এবং সম্মানজনক সমঝোতার মধ্যে এগানোর কথা হয়েছে। মূলত শিবসেনা, এনসিপি এবং কংগ্রেসের এই তিন দলের মধ্যে সমান এবং সম্মানজনক ভাগাভাগি মাধ্যমে সরকার গঠনের চিন্তা ভাবনা করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারও এরআগে কংগ্রেস নেতা আহমেদ প্যাটেলের সঙ্গেও বৈঠক করেন। শিবসেনা সঙ্গে বৈঠকের পর রাতেই তিনি দিল্লির ফিরে আসেন। তিনি এনসিপি এবং শিবসেনার শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গেও আলোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে। কংগ্রেস, এনসিপি এবং শিবসেনার তিন দলের শীর্ষ নেতাদের মতে, রাষ্ট্রপতি শাসন যখন জারি হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সরকার গঠনের তাড়াহুড়োর কোন প্রয়োজন নেই। তিন দলের মধ্যে সমান এবং সম্মানজনক সমাধানের মাধ্যমে তারা সরকার গঠনের পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে শিবসেনা মুখ্যমন্ত্রী পদ এবং গুরুত্বপূর্ণ দফতরের দাবি করেছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই কারণে বিজেপির সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব তৈরি হয়। এনসিপিও মুখ্যমন্ত্রী পদ এবং সমান দফতর বন্টনের দাবি জানিয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণি এবার প্রাথমিকে, কার্যকর হতে পারে জানুয়ারি থেকেই

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): পঞ্চম শ্রেণি এবার প্রাথমিকের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। এই নিয়ম কার্যকর হবে জানুয়ারি মাস থেকে। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। মঙ্গলবার এ নিয়ে তিনি বৈঠক করেন। দু"-একদিনের মধ্যে এ ব্যাপারে স্কুলগুলোকে নির্দেশ দিতে পারে শিক্ষা দফতর। কিন্তু, এর জন্য কি প্রাথমিক স্কুলগুলোয় পর্যাপ্ত পরিকাঠামো রয়েছে? এই পরিকাঠামো তৈরি না করে কী করে এ সিদ্ধান্ত রাজ্যে কার্যকর হবে?

বিসিসিআই-র মসনদে ৬ বছর থাকবেন সৌরভ! বিস্তারিত জেনে নিন

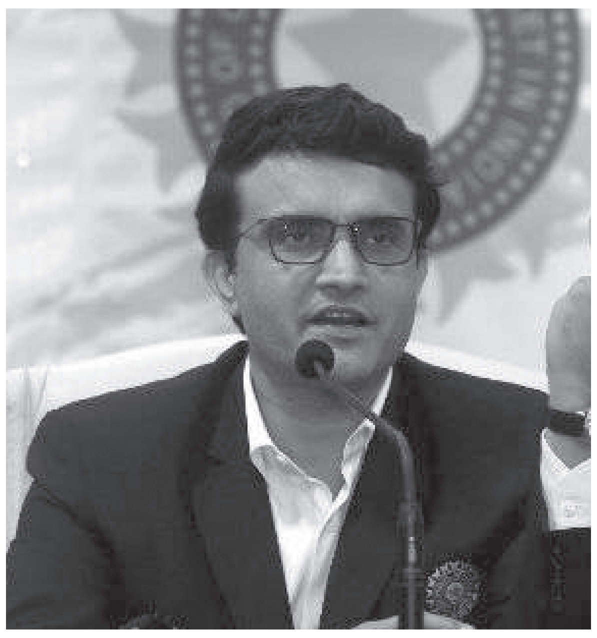

সুপ্রিম কোর্টের গড়ে দেওয়া বিচারপতি আরএম লোধা কমিটির সংবিধান পরিবর্তন হলে, ছয় বছর বিসিসিআই-র সভাপতি পদে বহাল থাকতে পারেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ১ ডিসেম্বর বিসিসিআই-র সাধারণ সভা থেকে কী সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে, সেদিকেই তাকিয়ে দেশের ক্রিকেট মহল।বিসিসিআই-র সংবিধানম্যাচ ফিক্সিং, বেটিং সহ একাধিক ইস্যুতে জর্জরিত বিসিসিআই-কে স্বচ্ছ করতে নতুন করে সংবিধান রচনা করে সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত বিচারপতি আরএম লোধা নেতৃত্বাধীন কমিটি। পয়লা ডিসেম্বর বিসিসিআই-র সাধারণ সভায় সেই সংবিধান সংশোধন করা যায় কীভাবে, তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর।চলতি আইনলোধা কমিটির সংবিধানে বলা হয়েছে, বিসিসিআই ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার কোনও পদাধিকারি পরপর দুবার একই চেয়ার অলকৃত করলে, এর পরের দফায় তিনি আর বোর্ডের কোনও ভোটে (একটা সময় পর্যন্ত) দাঁড়াতে পারবেন না।সেক্ষেত্রে সমস্যানিয়ম অনুযায়ী, বিসিসিআই সভাপতি পদে আর মাত্র ৯ মাস থাকতে পারবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কারণ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল বা সিএবি সভাপতি পদে দুই বার নির্বাচিত হয়েছেন মহারাজ। একই সঙ্গে এই পদে টানা পাঁচ বছরের বেশি দায়িত্ব সামলেছেন সৌরভ। সবমিলিয়ে ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে ছয় বছর (বিসিসিআই সভাপতি পদে ১০ মাস) কাটানোর পর সরে যেতেই হবে মহারাজকে। একই পরিণতি হতে পারে বিসিসিআই সচিব জয় শাহেরও।কেন পরিবর্তন?সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও জয় শাহ তাঁদের নির্ধারিত কার্যকাল সম্পূর্ণ করুন, চায় বিসিসিআই-র একটা অংশ। পয়লা ডিসেম্বরের সাধারণ সভায় তাই লোধা কমিটি রচিত সংবিধান সংশোধন নিয়ে আলোচনা হতে পারে সূত্রের খবর। সেক্ষেত্রে পুরনো নিয়ম পরিবর্তন করে যে নতুন প্রস্তাব নিয়ে বিসিসিআই-র বৈঠকে আলোচনা হতে পারে তাতে শুধু বোর্ডের (রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা নয়) কোনও পদাধিকারি পরপর দুবার একই চেয়ার অলকৃত করলে, পরের দফায় তিনি আর ভোটে (একটা সময় পর্যন্ত) দাঁড়াতে পারবেন না। সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সংবিধান সংশোধনের জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। পয়লা ডিসেম্বরের সাধারণ সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব পাশ হলে এবং এ ব্যাপারে এথিক্স অফিসার ও কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সম্মতি মিললে, বিসিসিআই দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।সৌরভের মেয়াদ ৬ বছর!লোধা কমিটির সংবিধান পরিবর্তন করে বিসিসিআই-তে যে নিয়ম আনার কথা ভাবা হচ্ছে, তাতে শুধু বোর্ডের (রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা বাদ রেখে) কোনও পদাধিকারি পরপর দুবার একই আসনে বসতে পারবেন। সেই যুক্তিতে বিসিসিআই-র সভাপতি পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ছয় বছর (৩+৩) কার্যপদ্ধতি চালাতে পারবেন বলে মনে করা হচ্ছে। একই ভাবে বিসিসিআই-র সচিব পদ আঁকড়ে রাখতে পারবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র জয় শাহও।

২টো স্ট্যাম্পিং আরো করলেই ঋদ্ধিমান সাহা ভেঙে দেবেন ধোনির এই বড়ো রেকর্ড

ভারত বনাম বাংলাদেশের মধ্যে খেলা হওয়া টি-২০ সিরিজে কব্জা করার পর এখন টিম ইন্ডিয়ার নজর টেস্ট সিরিজের উপর রয়েছে। দুই দলের মধ্যে প্রথম ম্যাচ ১৪ নভেম্বর ইন্দোরে খেলা হবে। এই ম্যাচে উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা যদি ২টি স্ট্যাম্পিং করেন তো তিনি মহেন্দ্র সিং ধোনির একটি বড়ো রেকর্ড ভাঙতে পারেন।সাহা ভাঙতে পারেন ধোনির রেকর্ডঋদ্ধিমান সাহা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে খেলা হতে চলা টেস্ট ম্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনির একটি বড়ো রেকর্ড নিজের নামে করতে পারেন। আসলে ধোনি ভারত-বাংলাদেশের খেলা হওয়া ম্যাচে ১৫ বার ব্যাটসম্যানদের উইকেটের পেছনে আউট করেছিলেন। যেখানে ১২টি ক্যাচ আর ৩টি স্ট্যাম্পিং শামিল রয়েছে। অন্যদিকে সাহা এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭বার ব্যাটসম্যানদের প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠিয়েছেন। যার মধ্যে ৫টি ক্যাচ আর ২টি স্ট্যাম্পিং শামিল রয়েছে। এখন আগামী টেস্ট সিরিজে যদি সাহা ১টি স্ট্যাম্পিং করে নেন তো তিনি ধোনির এই রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলবেন আর ২টি স্ট্যাম্পিং করতে সফল হলে তিনি ধোনিকে পেছনে ফেলে দিয়ে দুই দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্ট্যাম্পিং করার রেকর্ড নিজের নামে করে ফেলবেন। আপনাদের জানিয়ে দিই যে ৩০ অক্টোবর ২০১৪য় ধোনি টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন।ভারতীয় ক্রিকেট দল আর বাংলাদেশের মধ্যে খেলা হওয়া টেস্ট ম্যাচে এখনো পর্যন্ত উইকেটকিপার হিসেবে মহেন্দ্র সিং ধোনি সবচেয়ে বেশিবার ব্যাটসম্যানদের আউট করেছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনি ১৫, দীনেশ কার্তিক ১২, মুশফিকুর রহিম ১১, খালিদ মাসুদ ৮ আর ঋদ্ধিমান সাহা ৭বার ব্যাটসম্যানদের আউট করেছেন।ঋষভ পন্থের জায়গায় ঋদ্ধিমান সাহা পাবেন সুযোগদক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ঋষভ পন্থের জায়গায় অধিনায়ক বিরাট কোহলি ঋদ্ধিমান সাহাকে উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব দিয়েছেন। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ উইকেটকিপারদের মধ্যে একজন ঋদ্ধিমান সাহা দুর্দান্ত প্রদর্শন উইকেটের পেছনে থেকে টিম ইন্ডিয়াকে সিরিজ জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই কারণে এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঋদ্ধিমান সাহাকে ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া টেস্ট সিরিজে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধে ঋদ্ধিমান সাহাকে ১৫ সদস্যের দলে অংশ করা হয়েছিল কিন্তু তাকে বেঞ্চেই বসে কাটাতে হয়েছিল।

দীপক চাহারের প্রতিভা চিনে নিয়েছিলেন ইনি

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের প্রথম হ্যাটট্রিকম্যান(পুরুষ ক্রিকেটে) দীপক চাহারকে নিয়ে এবার বড় মন্তব্য আকাশ চোপড়ার।ক্রিকেট প্রেজেন্টার ও ধারাভাষ্যকার আকাশ জানিয়েছেন রাজস্থানের ক্রিকেট ক্যাম্পে গিয়ে ৯ বছর আগে দীপকের প্রতিভা সম্পর্কে আভাস পেয়েছিলেন তিনি।রবিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ টি-টোয়েন্টি লড়াইয়ে সব মিলিয়ে ৭ রান খরচ করে ৬টি উইকেট তুলে নিয়েছেন। এটাই তাঁর কেরিয়ারে প্রথম পাঁচ উইকেট শিকার।সেই সঙ্গে শিশির ভেজা বল দিয়েই হ্যাটট্রিক করেন। দীপকের বোলিংয়ে ভর করেই নাগপুর টি-টোয়েন্টি জিতে ২-১ সিরিজ জেতে ভারতীয় দল। ৬ উইকেট তুলে নেওয়ার সুবাদে ম্যাচের সেরার পাশাপাশি সিরিজে সেরাও হয়েছেন। সিরিজের ৩ম্যাচে মোট ৮ টি উইকেট নেন চাহার।এই পারফর্ম্যান্সের সুবাদে দীপক ট্রেন্ডিংয়ে ঢুকে পড়তেই জানা যায় ৯ বছর আগে তাঁর প্রতিভা চিনে নিয়েছিলেন আকাশ চোপড়া।

প্রথম টেস্ট লাল বলে তবুও বিরাটের ফোকাসে এখন গোলাপি বল

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের লড়াইয়ে বৃহস্পতিবার থেকে নামতে চলেছে ভারতীয় দল। আর তার আগেই নিজের দলেক নিয়ে বেশ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টে নামতে প্রস্তুত ভারতীয় ক্রিকেটাররা। এমনটাই বুধবার প্রাক ম্যাচ সাংবাদিস বৈঠকে বলেন বিরাট। একই সঙ্গে বাংলাদেশকে হাল্কা ভাবে নিতে নারাজ কোহলি। তবে প্রথম টেস্ট লাল বলে খেলা হলেও, দ্বিতীয় টেস্টে গোলাপি বলে খেলবে ভারত।আর গোলাপি বলের টেস্টে এবার একটু বেশি ধ্যান দিয়েছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা। একই সঙ্গে গোলাপি বলে দিন রাতের টেস্ট খেলতে মুখিয়ে রয়েছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিও। এমনটাই প্রথম টেস্টের আগে বললেন তিনি।বিরাট প্রথম টেস্ট ম্যাচের আগে বলেন, "পিঙ্ক বল টেস্ট একটা নতুন জিনিস। কিছুটা সময় লাগবে এই বিষয়টাকে গুছিয়ে তুলতে। তবে আমি মুখিয়ে আছি এই বিষয় নিয়ে। এই নতুন অভিজ্ঞতা করে দেখতে চাই। পিঙ্ক বলে সুইং বেশি হয়। ব্যাট হাতে কিছুটা নিজেকে সেট করতে সময় লাগবে। কারণ লাল বলের থেকে বেশি পালিশ রয়েছে গোলাপি বলে। আমি এই বলে মঙ্গলবার অনুশীলন করেছি। আমি যতটা দেখেছি বেশ কিছুটা রিফ্লেক্সের দরকা পিঙ্ক বলে খেলতে গেলে। দেখা যাক কতটা কাজের কাজ হয়।"একই সঙ্গে ভারতের প্রথম ম্যাচে লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে কোহলি বলেন, "আমার মনে হয় বাংলাদেশ খুব সহজ দল হবে না। তবে আমরাও তৈরি। দল প্রস্তুত মাঠে নামার জন্য। ম্যাচের প্রথমার্ধ থেকেই ফোকাস রেখে খেলতে হবে। বাংলাদেশ কঠিন দল। তাই নিজেদের ফোকাস রেখে খেলতে হবে। পিঙ্ক বলে খেলা হলেও, এই মুহূর্তে প্রথম টেস্টে ভালো করাই আমাদের লক্ষ্য।"টি২০ অভিযান শেষ ভারতের। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেট। সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলতে ইন্দোরে নামছে বিরাটবাহিনী। আর সেই ম্যাচের আগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বেশ চেগে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সহ বিদেশের মাটিতে ইতিমধ্যেই টেস্ট সিরিজে জয় পেয়েছে ভারতীয় দল। একই সঙ্গে ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকাকেও হোয়াইট ওয়াশ করেছে ভারত। এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সেই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে চলেছে কোহলির ভারত। টি২০ সিরিজে বাংলাদেশকে দুরমুশ করার পর লাল বলের ক্রিকেটেও এবার বাংলাদেশকে হারাতে প্রস্তুত ভারত।বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে নামার আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল ভারতীয় দলের ব্যাটসম্যানরা। বেঙ্গালুরুর এনসিএতে দল এক জায়গায় হওয়ার আগে থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়েছিলেন চেতেশ্বর পূজারা, অজিঙ্ক রাহানে থেকে শুরু করে ঋদ্ধিমান সাহারা। একই সঙ্গে অনুশীলন সেরেছেন ঈশান্ত শর্মা, শুভমন গিলরাও। তাই প্রস্তুতিকে হতিয়ার করেই এবার নিজেদের ঘরের মাঠে জয় চাইছে কোহলিরা। হোলকার স্টেডিয়ামে প্রথম থেকেই নিজেদের দাপট বজায় রাখার চিন্তা ভাবনা ভারতের। প্রথমত ব্যাটিং অর্ডারে কোহলিকে ছাড়াও ভালো ছন্দে রয়েছেন ভারতের পূজারা থেকে শুরু করে রোহিত শর্মা ও অজিঙ্কা রাহানেরা। অপরদিকে, বল হাতে দাপুটে মেজাজে শেষ টেস্ট সিরিজে দেখা গিয়েছে মহম্মদ শামি, উমেশ যাদবদের। তাই এবার পুরো শক্তি দিয়েই আক্রমণ করবে কোহলির দল।প্রতিটি টেস্ট সিরিজই এখন গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ দলে নেই দলের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার শাকিব আল হাসান। আর সেটাকেও অ্যাটভান্টেজ হিসাবেই দেখছে ভারতীয় ক্রিকেট মহল। এর আগে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে গেলে ভারতকে টেস্টে সেভাবে চাপে ফেলতে দেখা যায়নি বাংলাদেশকে। আর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ইন্দোর টেস্টেও সেটা হবে না বলেই মনে করছে একদল ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তবে সব কিছুর পাশাপাশি এখন বিশেষ করে গুরুত্ব পাচ্ছে পিঙ্ক বল টেস্ট ম্যাচও। তাই লাল বলের পাশাপাশি দ্বিতীয় টেস্টের অনুশীলনও সেরে রেখেছে ভারতীয় দল। মূলত হোমওয়ার্ক ও সিলেবাসের আগাম পড়াটাও করে রেখেছে ভারতীয় দল। আর সেই প্রস্তুতি নিয়েই এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে বিরাটরা।

"ধোনি বকেছে", চাহার "শিখেছে"

নয়াদিল্লি: নায়ক দীপক চাহার। আর দীপক চাহারের নায়ক হয়ে ওঠার নেপথ্য নায়ক মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। নিজের পারফর্ম্যান্সের জন্য কেবল ধন্যবাদই নয় , ধোনিকে কৃতিত্বও দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন তারকা। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলার সময় মাহি তাঁকে অনেক বকেছেন। এমএস-এর বকাবকিতেও যে তিনি অনেকটা শিখেছেন সে কথাই অবলীলায় জানালেন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের নায়ক দীপক।২০১৮ সালে চেন্নাইয়ের হয়ে আইপিএল খেলতে শুরু করেন দীপক। এরপরই মাহির নেতৃত্বে তিনি হয়ে ওঠেন চেন্নাইয়ের বোলিং আক্রমণের অন্যতম প্রধান অস্ত্র। মাহিই চাহারের হাতে তুলে দিয়েছেন নতুন বল। ডেথ ওভারেও উইকেটের পিছন থেকে ধারাবাহিকভাবে বলে গিয়েছেন কোথায় বল করতে হবে। আইপিএল-এর সেই শিক্ষার ফলই চাহার এবার পাচ্ছেন আন্তর্জাতিক স্তরে।৭ রান দিয়ে ৬ উইকেট। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে আর কোনও বোলারের এই কৃতিত্ব নেই। আর তাঁর এই পারফর্ম্যান্সের সৌজন্যেই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাগপুর টি-টোয়েন্টি এবং সিরিজ উভয়ই জেতে ভারত। চাহারের কথায় , "আমি আইপিএল-কে কৃতিত্ব দেব। সিএসকে এবং ধোনি ভাইয়ের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। কীভাবে একজন ব্যাটসম্যানের শরীরী ভাষা বুঝব, ধোনি ভাইয়ের থেকেই শিখেছি। ও মাঠে আমাকে অনেকবার বকেছে। আমি সেই ঘটনাগুলো থেকেও শিখেছি।"

দ্বিতীয়বার হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন ভারতীয় পেসার দীপক চাহার। তিন দিনের মধ্যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্বিতীয়বার হ্যাটট্রিক করলেন তিনি। রবিবার নাগপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেন দীপক চাহার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পর এবার ঘরোয়া ক্রিকেটেও বাজিমাতরাজস্থান পেসারের। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রাজস্থানের দীপক চাহার। কিন্তু তাঁর হ্যাটট্রিক নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ তিনটি উইকেট টেকিং ডেলিভারির মধ্যে একটি ওয়াইড বল করেন দীপক চাহার।রবিবার নাগপুরে মাত্র ৩.২ ওভার বল করে ৭ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নেন দীপক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। বিশ্বরেকর্ডের পর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রাজস্থানের দীপক চাহার।কারণ তিনটি উইকেট টেকিং ডেলিভারির মধ্যে একটি ওয়াইড বল করেন দীপক চাহার।রবিবার নাগপুরে মাত্র ৩.২ ওভার বল করে ৭ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নেন দীপক। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। বিশ্বরেকর্ডের পর ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আবার টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করলেন দীপক চাহার। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতে বিদর্ভের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন রাজস্থানের দীপক চাহার। বিদর্ভের দর্শন নালকান্দে, শ্রীকান্ত ওয়াগ, অক্ষয় ওয়াডকারের উইকেট তুলে নেন দীপক চাহর। কিন্তু দর্শন নালকান্দের উইকেট নেওয়ার পর একটি ওয়াইড বল করেন দীপক চাহর। দীপক চাহরের হ্যাটট্রিক নিয়ে তাই ধন্দ দেখা দেয়। এমনকী আইসিসিও প্রথম টুইট করে পরে সেই টুইট তুলে নেয়। এদিন ৩ ওভার বল করে ১৮ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেন তিনি।

ফুটবল পায়ে নয়, এবার নেচে শিরোনামে মারাদোনা

চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসেই ফের ফুটবলে ফিরেছেন দিয়েগো মারাদোনা। আর্জেন্টিনার প্রথম বিভাগের ক্লাব লা প্লাতা জিমন্যাসিয়া ক্লাবের কোচের দায়িত্ব নেন কিংবদন্তি ফুটবলার। এবার তার দল আর্জেন্টিনার সুপারলিগায় একটি ম্যাচে জয়ের পর সাজঘরে নাচলেন ফুটবলের রাজপুত্র।সুপারলিগা আর্জেন্টিনায় আলদোসিভিকে ৩-০ ব্যবধানে তাঁর দল হারানোর পর সাজঘরে ফিরে কোমর দোলালেন কিংবদন্তি মারাদোনা।ফুটবলের রাজপুত্রের এমন ডান্স স্টেপ দেখে ফুটবলাররা অবাক হয়ে যান। পায়ের জাদুতে ফুটবল বিশ্বকে সম্মোহিত করার পর এবার নাচে মুগ্ধ করলেন মারাদোনা।কোচ হিসেবে প্রাপ্তির খাতা অবশ্য শূন্য বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনা কিংবদন্তির। শারীরিক অসুস্থতার কারণে জুন মাসে মেক্সিকোর দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব ডোরাডোসের কোচিং ছাড়লেও ফের নিজের দেশে কোচিং করাতে ফিরে আসেন মারাদোনা।

বল বিকৃতি করে চার ম্যাচ সাসপেন্ড পুরান

বল বিকৃতি করেছিলেন। তাই আইসিসির তরফে চার ম্যাচ নির্বাসনে পাঠানো হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা ক্রিকেটার নিকোলাস পুরানকে। লখনউতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে পুরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, বলের অবস্থার পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করার। এরপরেই আইসিসি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাসনে পাঠাল তারকা ব্যাটসম্যানকে।আইসিসি-র ইমেল বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "আইসিসির কোড অফ কন্ডাক্টের নিয়মভঙ্গ করে তা স্বীকারও করে নিয়েছিলেন পুরান। তারপরেই চার ম্যাচ সাসপেন্ড করা হল নিকোলাস পুরানকে।" সেখানে আরও জানানো হয়, আইসিসি-র ২.১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী, পুরানকে শাস্তি দেওয়া হল। ভিডিও ফুটেজে দেখা গিয়েছে, পুরান নখ দিয়ে বল ঘষে উপরের আস্তরণ তোলার চেষ্টা করছিলেন।সেই অপরাধ মঙ্গলবারেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন তারকা ব্যাটসম্যান। রেফারি ক্রিস ব্রডের শাস্তিও মেনে নিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবারেই তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে ৩-০ জয় সম্পন্ন করে ক্যারিবিয়ানরা। সেই ম্যাচেই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল, যেখানে পুরানকে দেখা গিয়েছিল নখ দিয়ে বল খুঁটতে।ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে পরের চারটি টি২০ ম্যাচে খেলতে পারবেন না পুরান। পাশাপাশি পুরানের নামের সঙ্গে পাঁচ ডিমেরিট পয়েন্ট যুক্ত হল।আইসিসি-র প্রেস রিলিজে পুরানের বক্তব্য, "মঙ্গলবার লখনউতে মাঠে যা ঘটেছে তার জন দলের সতীর্থ, সমর্থক, এবং আফগানিস্তান ক্রিকেটের কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। আমি স্বীকার করছি বড়সড় ভুল করে ফেলেছি। আইসিসি-র দেওয়া শাস্তিও মেনে নিচ্ছি। প্রত্যেককে আশ্বস্ত করছি, এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে ঘটবে না। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে মাঠে ফিরব।"

ফুটবল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে আফগানদের বিরুদ্ধে জয় চাইছে ভারত

বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে তিনটি খেলা হয়ে গিয়েছে সুনীলদের। একটি ম্যাচেও এখনও পর্যন্ত জয়ের মুখ দেখেনি ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচে হারের পাশাপাশি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ম্যাচে ড্র করেছে সুনীল ছেত্রীর দল। এবার বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘরের মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। প্রথম ম্যাচে ওমানের কাছে হারের পর কাতারের কাছে তাঁদের ঘরের মাঠে তাঁদের রুখে দিয়েছিল সুনীল বাহিনী। তারপর ঘরের মাঠে কলকাতার যুবভারতীতে ১-১ গোলে ড্র করেছে ভারত। এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তাঁদের ঘরের মাঠে লড়াইয়ে নামছে ভারতীয় দল।এই মুহূর্তে ২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় রয়েছে আইগর স্টিমাচের দল। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচও হাতছাড়া হয়েছে ভারতীয় দলের। এতদিন বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ঘাসের মাঠে খেলেছে ভারতীয় দল। তবে বৃহস্পতিবার আফগান ডেরায় অ্যাস্ট্রো টার্ফে নামতে চলেছে সুনীলরা। আর সেটাই এখন ভারতীয় দলের কাছে প্রধান চিন্তার বিষয়। মঙ্গলবার আফগানিস্তানে অনুশীলনে নেমেছিল ভারত। সেই সঙ্গে বুধবারও ম্যাচের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে ভারতীয় দল। দলের রিজার্ভ বেঞ্চেও রয়েছে তরুণ ফুটবলাররা। তবে ভারতের প্রধান লক্ষ্য এবার জয়। দুটি ম্যাচে ড্র করে কোনও ভাবেই সন্তুষ্টি হয়নি ভারতের। তবে সব কিছুকে এড়িয়ে এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের প্রধান লক্ষ্য হবে জয়।দল গোল করতে পারছে না সেটাই হারের মূল কারণ সেটা ইতিমধ্যেই মেনে নিয়েছেন দলের কোচ সহ বাকি ফুটবলাররা। আর সেই সঙ্গে এবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে গোল করাটাই প্রধান লক্ষ্য সুনীলদের। সুনীল ছেত্রী এই বিষয় নিয়ে বলেন, "ভারতের সব থেকে যেটা প্রয়োজনীয় সেটা হল গোল। সুযোগ তৈরি করে কোনও রকম লাব হবে না। দলের জয় দরকার। জয় পেলেই সব কিছু হবে।" এবার দেখার যোগ্যতা অর্জন পর্বে এবার টিকে থাকার লড়াইয়ে নিজেদের জয় ভাগ্য ফেরাতে পারে কি না ভারতীয় দল।

সন্ধান চাই

Ref : Kalyanpur PS GDE No. 16/2019, Dated- 09/11/2019

পাশের ছবিটি হল শ্রীমতি কাননবালা দেববর্মা (৫৬) স্বামী-রবীন্দ্র দেববর্মা, সাং-ওয়ারেন্টু বাড়ি থানা-কল্যাণপুর, জিলা - খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ০৭/১১/২০১৯ইং তারিখে শ্রীমতি কাননবালা দেববর্মা (৫৬) খোয়াই স্টেট ব্যাঙ্ক এর উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বাহির হয়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়ি ফিরে আসেনি এবং অদ্যাবদি তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উক্ত মহিলার দেহের রঙ ফর্সা, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, পড়নে-কাল এবং সাদা রঙের প্রিন্টের পাচড়া।

উক্ত মহিলার ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা
১) খোয়াই ডি. আই. বি কন্ট্রোল (০৩৮২৫-২২২০৮১)
২। কল্যাণপুর থানা (০৩৮২৫-২৬১২২২)

ICA/D-1247/2019-20

ইতি,
স্বাক্ষর
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই-ত্রিপুরা

নেশা শরীর ও সমাজকে ক্ষতি করে আসুন, সুস্থতার দিশা দেখাই নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ে।

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER

PNIT No. E-PT-14/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated 11/11/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3:00 PM on 03/12/2019 for 2 (Two) nos. works namely, Addl. classroom at Dhanbilash and Laxmancherra school vide (i)DNIT. No.09/SE/RD/3rd circle/ KGT/2019- 20, Dt.11/11/2019 (ii) DNIT. No.10/SE/RD/3rd circle/ KGT/2019-20, Dt.11/11/2019. For details visit website https:/ /tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may be contact at Ph. No.9612590474 (M)/ emaileenlkgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1611/2019

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kirnarghat Division
Kumarghat, Unakoti, Tripura

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

NOTICE

This is for information to all concerned that the advertisement in connection with recruitment for filling up of vacancies to all posts of Subject Matter Specialist (SMS), Farm Manager, Programme Assistant (Lab.Tech.), Programme Assistant(Computer), Assistant & Skilled Supporting Staff in four KVK's run by the Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Govt. of Tripura vide No.F.3(9)Agri./Extn./KVK/2016-17/Part/1183-1206 Dated 18th oct.2019, has been cancelled in accordance with decision of the Government vide U.O. No. 1970 Agri/ C/ 2019 Dated 06.11.2019 till advertisement is issued afresh with necessary approval of the Government.

ICA/D-1242/2019-20

(Dr. D. P. Sarkar)
Director of Agriculture
Tripura.

আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরায়-নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়।

কর্ণাটকে বিদ্রোহী বিধায়কদের পদ খারিজের সিদ্ধান্ত বহাল সুপ্রিম কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন উপ-নির্বাচনে

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকে কংগ্রেস-জনতা দল সেক্যুলার (জেডিএস) জোটের সরকারকে ফেলে দেওয়ার নেপথ্যে বিশেষ ভূমিকা ছিল ১৭ জন 'বিদ্রোহী' কংগ্রেস-জেডিএস বিধায়কেরঊ এইচ ডি কুমারস্বামী সরকার পড়ে যাওয়ার পরই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হন বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ ওই ১৭ জন 'বিদ্রোহী' বিধায়কের বিধায়ক পদ খারিজ করে দিয়েছিলেন ততালীন কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার কে আর রমেশ কুমারঊ বুধবার কর্ণাটক বিধানসভার ততালীন স্পিকার কে আর রমেশ কুমারের বিধায়ক পদ খারিজের সিদ্ধান্তই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্টঊএকইসঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, আসন্ন উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ওই ১৭ জন 'বিদ্রোহী' বিধায়কঊ আগামী ৫ ডিসেম্বর উপ-নির্বাচন হওয়ার কথা। ততালীন কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকার কে আর রমেশ কুমারের বিধায়ক পদ খারিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ১৭ জন 'বিদ্রোহী' বিধায়কঊ বুধবার রায়দান করার সময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ভি রামানা জানিয়েছেন, 'স্পিকারের সিদ্ধান্তই আমরা বহাল রাখছিঊ' একইসঙ্গে সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, কর্ণাটকের ১৭ জন বিধায়ক উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেনঊ তবে, বিদ্রোহী বিধায়কদের আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ বিচারপতি এন ভি রামানা, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি কৃষ্ণা মুরারির বেঞ্চ জানিয়েছে, ' আবেদনকারীরা যেভাবে আদালতে এসেছে, তা আমরা সমর্থন করি না।

সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায়ের প্রেক্ষিতে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা জানিয়েছেন, '১৭ জন বিধায়ক উপ-নির্বাচনে লড়তে পারবেন, সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাচ্ছিঊ বৃহস্পতিবার আমরা সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে যাবোঊ আমি ১০১ শতাংশ নিশ্চিত, ১৭টি বিধানসভা আসনেই আমরা জয়ী হবঊ' আবার কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, 'সুপ্রিম কোর্টের রায়কে আমি স্বাগত জানাচ্ছি, এমনকি উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়াকেও স্বাগত জানাচ্ছিঊ যে সমস্ত বিধায়করা লোভে পড়ে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চেয়েছিল, তাঁদের ক্ষেত্রে এটা বড় শিক্ষা।

বুধবার রাজধানী আগরতলায় সিপিএম এর এক জনসভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

ধান বীজ ক্রয় ও বিতরণে দপ্তর যথেষ্ট আন্তরিক জানালেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় ধান বীজ ক্রয় এবং তা কৃষকদের মধ্যে বিতরণে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে। তাই, কৃষকরা এখন দারুন উপকৃত হচ্ছেন।

এ-বিষয়ে আজ মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরার কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরের ও বেশি সময় ধরে একটু একটু করে হাইব্রিড ধান চাষের এলাকা বৃদ্ধির জন্যে কৃষি দপ্তর নিয়মিত উদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, জনসংখার তুলনায় চাষের জমি প্রতিদিনই কমে যাওয়ার জন্যে এই বিশেষ উদ্যোগ। এদিন তিনি বলেন, ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রকের বিজ্ঞাপিত ধানের যে সব হাইব্রিড জাত পুর্বোত্তর রাজ্যগুলির জন্য অনুমোদিত তার থেকে রাজ্যের কৃষি গবেষনাগারে ট্রায়ালের মাধ্যমে কিছু নির্বাচিত জাতের ধানের বিশেষ উপযোগী পাওয়ার পরে কৃষকের মাঠে প্রদর্শনী মূলক চাষ করে পরবর্তীসময়ে তা কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে উন্নত প্রথায় চাষবাষের জন্য। দপ্তরের ক্রপ কাটিং এক্সপেরিমেন্ট গড় উৎপাদন ৫, ৪ মেট্রিক টনের উপরে প্রতি হেক্টরে, যেখানে হাই ইল্ডিং - জাতের (ছুঝ) ধানের উৎপাদন গড়ে ৪.০ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে, জানান তিনি।

মন্ত্রীর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকারের আর্কেভিওয়াই এবং এনএফএসএম এর নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং এর আর্থিক সহায়তায় এই বীজ ধান কিনে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য, প্রকল্প গুলারে নীতি অনুযায়ী মাঠে চাষবাষ করা। তিনি জানান, বিগত আমন মরশুমে ত্রিপুরায় ২৫ হাজার হেক্টর এলাকায় (মটে আমন ধানের এলাকার ১৫ শতাংশ প্রায়) কৃষকের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচিত জাতের হাইব্রিড ধান চাষ করার জন্য সর্বমটে ১২৪.৬৪৫ মেট্রিক টনের মত বীজ ধান রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কৃষি দপ্তরের স্টোর গুলারে মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। সর্বমটে ১২৪.৬৪৫ মেট্রিক টন বীজ ধানের মধ্যে ঊনকোটি ও উত্তর ত্রিপুরা জেলার দুটি কৃষি মহকুমায় মটে ৩, ৭০৯ মেট্রিক টন (২.৯৬) বীজ ধান (০.২৫০ মেট্রিক টন কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমায় এবং ৩. ৪৫৯ মেট্রিক টন গৌরনগর কৃষি মহকুমার) বিভিন্ন কারণে অব্যবহত রয়ে গেছে। তিনি জানান, আগামী বরো মরশুমে ওই ধান ব্যবহার করার জন্যে চাষীদের লিস্ট তৈরী করা হয়ে গেছে।

মন্ত্রী বলেন, জাতীয় হিসাব তত্ত্বের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতি মরশুমে এই জাতীয় ধান চাষের উৎপাদন-মাত্রা নির্ণয়ের জন্য ক্রপ কাট এক্সপেরিমেন্ট করা হয়। রাজ্যে আমন মরশুমে সর্বমটে ৬ হাজারেরও বেশী ক্রপ কাট এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে (৬টি ক্রপ কাট এক্সপেরিমেন্ট প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে) এবং বরো ৫ আউস মরশুমে ৮৯৬ টি করে ক্রপ কাট এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে (১৬ টি ক্রপ কাট এক্সপেরিমেন্ট প্রতি ব্লকে)।

এদিকে বীজ আলুর পচন সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা সংশোধন করে দিয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী। তিনি বলেন, উদয়পুর বনদোয়ারস্থিত হিমঘরে বগাবাসা গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয়জন চাষী মোট ৫ দশমিক ৭৫ মে টন বীজ আলু রেখেছিলেন। ঐ চমীরা হিমঘরে বীজ আলু রাখার আগে আলু শোধন করেননি। কিন্তু, হিমঘরে বীজ আলু রাখার ক্ষেত্রে বীজ শাধেন করা অবশ্যই একটি করনীয় কাজ, দাবি করেন তিনি।

মন্ত্রী জানান, ঐ চাষীরা হিমঘর থেকে তাদের রাখা বীজ আলু সম্পূর্ণ ভালো অবস্থায় গ্রহন করেন ও নিজ বাড়িতে নিয়ে যান। বাড়ীতে নেওয়ার পর ঐ বীজ আলু পরবর্তী ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত প্রয়োজেনীয় প্রক্রিয়াকরণ করেন নাই। তাঁর কথায়, নিয়ম অনুযায়ী হিমঘর থেকে বীজ আলু গ্রহন করার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রক্রিয়াকরনের কাজ শুরু করতে হয়। যাতে বীজ আলু দীর্ঘ সময় হিমঘরে থাকার ফলে যদি কোন আলুতে পচন ধরে তা বাছাই করে সরিয়ে নেওয়া যায় এবং বাকী বীজ আলুকে ঘরের ছায়ায় ভালোভাবে শুকিয়ে স্বাভাবিক ঘরের তাপমাত্রায় এনে বীজের জন্য ক্ষেতে ব্যবহার করা যায়। মন্ত্রী দাবি করেন, বগাবাসার চাষীরা এই কাজটা না করার জন্যেই হয়ত তাদের বীজ আলুগুলো নষ্ট হয়েছে। তবে, তাদের আলুচাযের জন্য দপ্তর ৫০০ কেজির মত টিপিএস টিউবারজেট বীজ আলুর ব্যবস্থা রেখেছে।

প্রসঙ্গত, উদয়পুর বনদোয়ারস্থিত হিমঘরটি ২০১৬ সাল থেকে বিগত চার বছর। যাবৎ ভালোভাবে চলছে। এ বছর মটে ৫৮৬ মে. টন আলু কৃষকেরা রেখেছেন। তার মধ্যে। ৫০৫ মে. টন আলু কৃষকেরা এখন পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এবং ঐ নির্দিষ্ট কয়েকজন কৃষক ছাড়া, অন্য কোন কৃষকদের কাছ থেকে আলু পচে যাওয়ার মত কোন অভিযগে আসে নাই। তাই, কৃষি দপ্তরের উদয়পুর বনদোয়ারস্থিত হিমঘরের যথাযত ব্যবস্থাপনার ত্রুটির প্রশ্ন তোলো যথার্ত নয় বলে দাবি করেন কৃষি ও কৃষক কালিয়া মন্ত্রী।কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর জানিয়েছে, বিগত মরশুমে কৃষি দপ্তর পরিচালিত ১১টি হিমঘরে মটে ৪৫৩১ মে: টন আলু রাজ্যের চাষীরা রেখেছিলেন ।তার মধ্যে আনুমানিক ৪০০০ মে: টন আলু হিমঘর থেকে এখন পর্যন্ত নিয়ে গেছেন এবং তাতে কোন প্রকার পচনের কোন খবর নেই।

মহাসচিব রাঙ্গাঁ প্রশ্নে নিশ্চুপ জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,নভেম্বর ১৩।। শহীদ নূর হোসেনকে নিয়ে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গাঁর কটূক্তির সমালোচনায় যখন খোদ দলটির নেতারাই, তখন এ প্রশ্নে নিরুত্তর রইলেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।

বুধবার ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতীয় ছাত্র সমাজের কেন্দ্রীয় সম্মেলনের শেষে সাংবাদিকরা রাঙ্গাঁকে নিয়ে কাদেরকে প্রশ্ন করেন। তিনি সাংবাদিকদের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন।

ছাত্র সমাজের সম্মেলনে বক্তব্য দিতে দাঁড়িয়ে সংগঠনটির কয়েকজন নেতাও রাঙ্গাঁর বিষয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে চেয়ারম্যান কাদেরকে অনুরোধ করেন। তবে বক্তৃতায়ও তা নিয়ে কোনো কথা বলেননি কাদের ।রাঙ্গাঁর যে বক্তব্য নিয়ে তোলপাড় চলছে, গত ১০ নভেম্বর সেই বক্তব্য দলের চেয়ারম্যান কাদেরের সামনেই দিয়েছিলেন তিনি।

দলের ওই অনুষ্ঠানে রাঙ্গাঁ গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনকে 'মাদকাসক্ত' বলেছিলেন। জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সামরিক শাসক এইচ এম এরশাদকে হটানোর আন্দোলনে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর প্রাণ দিয়েছিলেন নূর হোসেন। তার ওই বক্তব্যে নিন্দার ঝড় উঠে রাজনৈতিক মহলে। মহাজোটে জাতীয় পার্টির জোট শরিক আওয়ামী লীগের নেতারা সমালোচনায় মুখর হন।

জাতীয় পার্টির সভাপতিম-লীর সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ ও মুজিবুল হক চুন্নু সংসদে দাঁড়িয়ে রাঙ্গাঁর সমালোচনা করে বলেন, মহাসচিবের ওই বক্তব্যের দায় জাতীয় পার্টি নেবে না।

বুধবার ছাত্রসমাজের সম্মেলন শেষে রাঙ্গাঁকে এ নিয়ে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন,এটা ভেতরের (জাতীয় সংসদের) কথা, আমি বাইরে কোনো কথা বলব না ।সমালোচনার মুখে রাঙ্গাঁ ইতোমধ্যে ক্ষমা চেয়েছেন, প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তার বক্তব্য ।এরশাদ আমলে গঠনের পর ব্যাপক সমালোচিত জাতীয় ছাত্র সমাজকে 'লাঠিয়াল বাহিনী' হিসেবে না চাওয়ার কথা সম্মেলনে বলেছেন জি এম কাদের।

তিনি বলেন,জাতীয় ছাত্র সমাজকে আমরা লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে দেখতে চাই না। তোমরা লেখাপড়া করবে। ভবিষ্যতের নেতা হিসেবে গড়ে উঠবে ।বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনগুলো 'পেশী শক্তিভিত্তিক' সংগঠনে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ।তারা দেশ ও জনগণের স্বার্থ ভুলে নিজেদের ও নেতাদের স্বার্থে এমন কাজ করছে, যা কখনও দেশবিরোধী। তারা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।এরশাদের ভাই কাদের জানান, এবার নিজেই জাতীয় ছাত্র সমাজের দেখভাল করতে শুরু করবেন তিনি।

ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে জাতীয় পার্টির ছাত্র রাজনীতি আবার জাগিয়ে তুলে তিনি জাতীয় ছাত্র সমাজকে একটি সেবামূলক সংগঠনে পরিণত করবেন। সম্মেলনে রাঙ্গাঁ বলেন,হল দখল, দখলদারি, চাঁদাবাজি, মাস্তানি ও টেন্ডারবাজির ইতিহাস জাতীয় ছাত্র সমাজের নাই। যদি এর বিরুদ্ধে কেউ প্রমাণ দিতে পারেন, তাহলে চেয়ারম্যানকে বলে এই ছাত্র সংগঠনকেও বহিষ্কার করা হবে। জাতীয় ছাত্র সমাজের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল ২০১৩ সালে মার্চে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতীয় ছাত্র সমাজের কার্যক্রম প্রায় নেই।

বিজেপির পৌরসভা অভিযান ঘিরে চাঁদনি চকে উত্তেজনা

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর (হি.স.): গেরুয়া শিবিরের পুরসভা অভিযান কেন্দ্র করে উত্তেজনা চাঁদনী চকে ।বিজেপির যুব মোর্চার কলকাতা পুরসভা অভিযান ঘিরে উত্তেজনা শহরে। চাঁদনি চকে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা বিজেপি কর্মীদেরঊ বিজেপি কর্মীদের আটকাতে জলকামান চালায় পুলিশ ।গেরুয়া শিবিরের অভিযানের মূল দাবি, ডেঙ্গি মুক্ত কলকাতা। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা রাজু বন্দ্যপাধ্যায়, যুব মোর্চা সভাপতি দেবজিত সরকারকে সামনে রেখে সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে মেডিকেল কলেজ হয়ে পুরসভার দিকে এগোচ্ছে মিছিল ।শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে পুরসভার দিকে এগোচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। চাঁদনি চকে এসে উত্তেজিত হয় পরিস্থিতিঊ পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগনোর চেষ্টা করে বিজেপি কর্মীরাঊ বিজেপি কর্মীদের আটকাতে জলকামান চালায় পুলিশঊ সঙ্গে লাঠিচার্জও করে পুলিশঊগেরুয়া শিবিরের পুরসভা অভিযান ঘিরে চাঁদনি চক ধুমধুমার পরিস্থিতি। মিছিল ঘিরে কোনও রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তার জন্য মধ্য কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ধর্মতলা, চাঁদনি চক-সহ একাধিক জায়গায় গার্ড রেল দিয়ে রাস্তা আটকে রাখা হয়েছে। প্রস্তুত রয়েছে জলকামানও ।বিজেপির যুব মোর্চার কলকাতা পুরসভা অভিযান ঘিরে উত্তেজনা শহরে। মোড়ে মোড়ে মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী।

অযোধ্যার পর এবার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ঘোষণা করবে শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : অযোধ্যার পর এবার আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট। আগামীকাল বৃহস্পতিবার রাফাল চুক্তি ও শবরীমালা ইস্যুতে নিজের মতামত জানাবে শীর্ষ আদালত। ঋতুকালীন বয়সের মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার এবং রাফাল চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে রিভিউ পিটিশনের রায় ঘোষণা করবে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ শবরীমালা মামলার রায় ঘোষণা করবে। রঞ্জন গগৈ ছাড়া এই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি নরিম্যান, এ এম খানউইলকর, ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এবং ইন্দু মালহোত্রা।

আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০-য় এই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে।

রঞ্জন গগৈ-এর নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চ ঘোষণা করবে রাফাল মামলার রায়। গগৈ ছাড়া এই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কৌল এবং বিচারপতি কে এম জোসেফ। উল্লেখ্য, গত বছর ২৮ সেপ্টেম্বর শবরীমালা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সী মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেয় সুপ্রিম কোর্ট। চলতি বছরের প্রথম দিকে সেই মামলায় স্থগিতাদেশ দেয় শীর্ষ আদালত।

আগুনে পুড়ে মৃত পাঁচটি গরু

হুগলি, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : আরামবাগে আগুনে পুড়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হলো পাঁচটি গরুর। মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি এলাকায়। জানা গেছে, বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে গোয়ালে আগুন লাগে ।ওই গ্রামের বাসিন্দা চিত্ত রঞ্জন ঘোষের গোয়াল ঘরে ।নিমিষে ওই আগুন গ্রাস করে ফেলে সারা গোয়াল ঘর কে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোয়াল।

আর ওই গোয়ালে থাকা একটি বাছুর সহ পাঁচটি গরু পুরে যায় মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ। তিনি আরও বলেন, প্রতিদিনের মত মঙ্গলবার রাতে গোয়াল ঘরে গরু তুলে ছিলেন। তারপর বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে ছিলেন। প্রতিবেশীরা আগুন দেখে চিৎকার শুরু করে। পাড়াপ্রতিবেশীর চিৎকারে বাইরে বেরিয়ে আসেন তারা। প্রথমে স্থানীয় মানুষ জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে দমকলের দুইটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনে। কিন্তু ততক্ষনে গোয়াল ঘর ও গরু সব পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।

মণিপুরে উদ্ধার বহু হেরোইন গ্রেফতার এক

ইমফল (মণিপুর), ১৩ নভেম্বর (হি.স.): মণিপুরে আবারও উদ্ধার করা হয়েছে নেশাদ্রব্য হেরোইন। রাজ্যের পূর্ব ইমফল থানার পুলিশ এবং অষ্টম ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (সিডিও-ইমফব ইস্ট)-এর এক দলের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয়েছে হেরোইন ভর্তি কুড়িটি কৌটো। পূর্ব ইমফলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণতম্বি সিংহ বুধবার এই খবর দিয়ে জানান, গত রাতে তাঁরা ইমফল ইস্ট জেলার হেইখ্রুমাখং এলাকার মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় সড়কে অষ্টম ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন (সিডিও-ইমফল ইস্ট)-এর দল নিয়ে টহল দিচ্ছিলেন। রাত প্রায় আড়াইটে নাগাদ ওই সড়কেতল্লাশিচালাতে গিয়ে জনৈক মহম্মদ সেলিম (২৬)-কে আটক করা হয়। তার কালো রঙের একটি কিডব্যাগে তালাশি চালিয়ে হেরোইনের চারটি প্যাকেট করে ভরতি ২০টি সাবান কেস উদ্ধার হয়। তাকে পাকড়াও করে হেইংগাং সদর থানায় এনে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বিজেপি নেতা প্রয়াত শ্যামহরি শর্মার শহীদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ নভেম্বর।। বিজেপি নেতা শ্যামহরি শর্মার ২৯ তম শহীদান দিবস রাজধানী আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে দল। এ উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক রাজীব চক্রবর্তী, জেলা সভাপতি মানিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ১৯৯১ সালের ১৩ নভেম্বর উপনির্বাচন চলাকালে তৎকালীন বিজেপি প্রার্থী শ্যামহরি শর্মাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে রাজধানী আগরতলা শহরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। দুই সহকর্মী ব্রজেশ চক্রবর্তী ও রাখাল চক্রবর্তী আত্মতায়ীদের হামলায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। বুধবার বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকায় শ্যামহরি শর্মার শহিদ দিবস পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি রাজ্য সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, আত্মতায়ীরা ভেবেছিল বিজেপি নেতা শ্যামহরি শর্মাকে হত্যা করে দলের লড়াই সংগ্রাম স্তব্ধ করে দিতে পারবে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি বিজেপির তৎপরতা তাতে আরও বেড়ে যাবে। তারা কোন ভাবেই বিজেপির দুর্বার গতিকে রোধ করতে পারেনি। শ্যামহরি শর্মার রক্ত বিফলে যায় নি। আজ তা স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে বিজেপির অগ্রহতির পথকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। রাজীব বাবু বলেন, যারা দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যের অর্থ লুঠে পুঠে খেয়েছে তাদেরকেও রেহাই দেওয়া হবে না। বিজেপি এই রাজ্যে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই অঙ্গিকার গ্রহণ করেছিল রাজ্যকে দুর্নীতি মুক্ত ভ্রষ্টাচার মুক্ত প্রশাসন উপহার দিতে হবে। দীর্ঘলড়াই সংগ্রামের পর বিজেপি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠীত হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম অভ্যহীত রেখেছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার। যারা দুর্নীতি করেছে তারা যতই পাতালের নিচে লুকিয়ে থাকুক না কেন তাদেরকে টেনে তোলা হবে বলেও তিনি হুঙ্কার দেন। শহিদ দান দিবসে আয়োজিত জমায়েতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বিজেপির পশ্চিম জেলা সভাপতি মানিক দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টের প্রথম ভারতীয় সাম্মানিক ট্রাস্টি নীতা আম্বানি

নিউ ইয়র্ক, ১৩ নভেম্বর (হি.স.) : ভারতের মুকুটে এক নয়া পালক যোগ করলেন শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী নীতা আম্বানি। নির্বাচিত হলেন মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টের প্রথম ভারতীয় সাম্মানিক ট্রাস্টি। নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টের ১৫০ বছরের ইতিহাস বদলে দিলেন নীতা। মঙ্গলবার বোর্ড মিটিংয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ড চেয়ারম্যান ড্যানিয়েল ব্রডস্কাই জানালেন, 'শ্রীমতী আম্বানি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করা এবং তাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্যে যে ভাবে কাজ করে চলেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। নীতা আম্বানিকে বোর্ডে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।' এমন সম্মান পেয়ে অভিভূত নীতা আম্বানি জানালেন, 'দ্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টের সঙ্গে বেশ কিছু বছর ধরে কাজ করছি। ওদের সাহায্য করছি ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে। বিশ্বের দরবারে ভারতের সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার যে ব্রত আমরা নিয়েছিলাম তাতে এই উতাহ দেখে আমি মুগ্ধ। এই সম্মান ভবিষ্যতে আরও বেশি কাজ করার উতাহ দেবে আমাকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।